রাঁচি, বুধবার
13:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>064 >>26 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৬৪ >> << ২৬শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর ডাঃ পিয়ুষ রঞ্জন দাসকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেন

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ আইআইটি (আইএসএম), ধানবাদের ৪৩তম সমাবর্তনে, ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) এর সাথে অনুমোদিত ওএনজিসি অফিসার এবং অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ওএনজিসি অ্যাসেট বোকারোর অফিসার, ডক্টর পিয়ুষ রঞ্জন দাসকে একটি গভীরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল কোল বেড মিথেন বিষয়ে গবেষণা। প্রধান অতিথি ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর ডাঃ পিয়ুষ রঞ্জন দাসকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেন। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর, ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন, মন্ত্রী বান্না গুপ্তা প্রমুখ। অতিথিরা ডাঃ পীযূষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান।

বাজার দর
SENSEX : 69551.03 -377.50
NIFTY : 20906.40 -90.70

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °c	11.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.04 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.21 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

নরওয়ের পতাকাবাহী ট্যাঙ্কারে হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

নরওয়ে ঃ ইয়েমেন উপকূলের কাছ দিয়ে যাওয়া নরওয়ের পতাকাবাহী একটি ট্যাঙ্কারে হুতি বিদ্রোহীরা ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন হুতির সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি। 'সবধরনের সতর্ক সংকেত উপেক্ষা করায়' ঐ ট্যাঙ্কারে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় বলে দাবি করেছেন তিনি। ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা সম্প্রতি বলেছিল, ইসরায়েলের দিকে যাওয়া সব জাহাজকে লক্ষ্য বানানো হবে, সেটি যে দেশেরই হোক না কেন। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্ট্রিন্ডা নামের ঐ ট্যাঙ্কারে 'ইয়েমেনের হুতি নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে'। প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা আমব্রে ও ড্রায়াড গ্লোবাল জানিয়েছে, অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা থেকে পূর্ব আফ্রিকাকে পৃথক করা বাব আলমান্ডেব প্রণালীর কাছে এই হামলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি তথ্য প্রশাসনের হিসেবে, বিশ্বে যত তেল সাগরপথে পরিবহণ করা হয় তার প্রায় ১০ শতাংশ এই প্রণালী ব্যবহার করে। স্ট্রিন্ডা ট্যাঙ্কার পরিচালনাকারী সংস্থার প্রধান নির্বাহী গায়ার বেলসনেস হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ''সব ক্রু সুস্থ ও নিরাপদ আছেন,'' বলেও জানান তিনি। মালয়েশিয়া থেকে পাম তেল নিয়ে সুয়েজ খাল হয়ে ইটালি যাচ্ছিল স্ট্রিন্ডা। তবে হুতির সামরিক মুখপাত্র সারি কোনো প্রমাণ না দেখিয়ে দাবি করেছেন, স্ট্রিন্ডা ইসরায়েলে যাচ্ছিল। রেড সি দিয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি জাহাজে হামলা করেছে হুতি। ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রও ছুড়েছে তারা। ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জাচি হানেবি হুতির হুমকির বিষয়টি দেখভালের জন্য পশ্চিমা মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্লেষকেরা বলছেন, কয়েক বছর ধরেইয়েমেনে যুদ্ধ করার কারণে হুতিরা হারিয়ে যাওয়া জনপ্রিয়তা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। গত নভেম্বরে হুতিরা ইয়েমেনে কাছে রেড সিতে ইসরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি জাহাজ জব্দ করেছিল। সেটি এখনও আটকে রাখা হয়েছে। ২০১৬ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার জবাবে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে হুতি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় থাকা তিনটি রাডার ধ্বংস করে দিয়েছিল।

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে ন্যাটোর কী হবে, শঙ্কায় ইউরোপীয়রা

নিউইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্র যেসব সামরিক জোটে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ন্যাটো। ৭৪ বছর আগে গড়ে ওঠা এই জোটের সদস্য আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পারের দেশগুলো। জোটে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তবে এই ন্যাটো নিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ নাখোশ। ২০০০ সালে ট্রাম্পের একটি বই প্রকাশ পায়। 'দ্য আমেরিকা উই ডিজার্ভ' নামে ওই বইয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'ইউরোপ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলে প্রতিবছর এই দেশের (যুক্তরাষ্ট্রের) লাখ লাখ ডলার বেঁচে যাবে।' এমনকি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রকে ন্যাটো থেকে প্রত্যাহারের হুমকিও দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা বন্ধ করলে সেই ঘাটতি পূরণের সক্ষমতা নেই ইউরোপের।

আগামী বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির হয়ে আবার লড়তে পারেন ট্রাম্প। এর আগে ট্রাম্পের প্রচারপ্রচারণার কাজে ব্যবহার করা একটি ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, 'ন্যাটোর উদ্দেশ্য ও অভিযানগুলো গোড়া থেকে পুনর্মূল্যায়ন যে কাজ আমার প্রশাসনের আমলে হাতে নিয়েছিলাম, তা শেষ করতে হবে।' ওয়েবসাইটে ট্রাম্পের ওই বক্তব্যে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তিনি বা তাঁর দলের লোকজনও এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে বক্তব্যটি ঘিরে ওয়াশিংটনের ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে ব্যাপক অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে। ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুরক্ষিত থাকতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ন্যাটো (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন) গড়ে তোলা হয়েছিল। এর মূল উদ্দেশ্যটি 'পঞ্চম অনুচ্ছেদ' নামে পরিচিত। তাতে বলা হয়েছে, ন্যাটোর কোনো সদস্যের ওপর সামরিক হামলা হলে সেটাকে পুরো জোটের ওপর হামলা হিসেবে দেখা হবে। ওই উদ্দেশ্য সামনে রেখে এখনো কাজ করে যাচ্ছে ন্যাটো। ন্যাটো নিয়ে ট্রাম্প কী চান, তা জানতে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কাছে যোগাযোগ করছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের সদস্যরা। এ নিয়ে জানাশোনা আছে, এমন দুজন জানিয়েছেন, ওয়াশিংটনে নিয়োজিত ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মিক্কো হাউতালা সরাসরি ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেছেন। ন্যাটোর নতুন সদস্য হিসেবে তাঁর দেশ কতটা মূল্য রাখে, তা বোঝাতে চেয়েছেন। ন্যাটো ইস্যু নিয়ে বিগত কয়েক মাসে নিউইয়র্ক টাইমসের কথা হয়েছে সাবেক ও বর্তমান বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় কূটনীতিকের সঙ্গে। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে তাঁরা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও সরকার বড় শঙ্কার মধ্যে রয়েছে। তাদের ধারণা, ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে শুধু ইউক্রেনেই মার্কিন সহায়তা বন্ধ হবে না, আরও বৃহৎ পরিসরে ইউরোপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে ন্যাটো থেকেও নিজেদের গুটিয়ে নেবে তারা। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সাবেক সেনা কর্মকর্তা জেমস জি স্টাভ্রিডিস বলেছেন, ইউরোপের দেশগুলো বড় যে ভয় পাচ্ছে, তা হলো দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে সত্যিকার অর্থে ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করা হবে। আর তা হবে ওয়াশিংটনের দিক দিয়ে বিশাল এক কৌশলগত ও ঐতিহাসিক ব্যর্থতা। দ্য টাইমসকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে সবার আগে রাখাটাই সব সময় আমার অগ্রাধিকারে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।' ২০২৫ সালে ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় এলে অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয় হবে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের পাশে থাকা দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে সংকট তৈরি। বর্তমানে ন্যাটোর বড় একটি লক্ষ্য হলো রুশ অভিযানের মুখে কিয়েভকে রক্ষা করা। ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য নয়। তবে দেশটি যে এখনো স্বাধীন, তার পেছনে বড় ভূমিকা রয়েছে ন্যাটোর।

ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর দিকে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা বিনিয়োগসংক্রান্ত বিভাগের সহকারী মহাসচিব ছিলেন ক্যামিলি গ্রান্ড। তিনি বলেন, ট্রাম্পের ক্ষমতার দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে থাকবে কি থাকবে না, তা প্রথমত ইউক্রেন নিয়ে ট্রাম্পের পদক্ষেপের মাধ্যমেই যাচাই করতে পারবে ইউরোপের দেশগুলো।

ট্রাম্প বারবার বলেছেন, তিনি '২৪ ঘণ্টার মধ্যে' ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে পারবেন। এটা তিনি কীভাবে করবেন, তা কখনো খোলাসা করেননি। তবে অনেকের দাবি, ইউক্রেনের যেসব অঞ্চল রাশিয়া দখল করে রেখেছে, সেগুলো মস্কোর হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে হয়তো ট্রাম্প যুদ্ধ থামাতে চাইবেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বহুবার বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধের বিনিময়ে তিনি কখনোই নিজেদের ভূখণ্ড রাশিয়ার কাছে সমর্পণ করবেন না। তবে ইউক্রেন সরকারের ওপর ট্রাম্পের অনেক কর্তৃত্ব থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই কিয়েভকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছে। ইউরোপের দেশগুলোও দেশটিকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে আসছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা বন্ধ করলে সেই ঘাটতি পূরণের সক্ষমতা নেই ইউরোপের।

পারিবারিক অশান্তির জের স্ত্রীর হাতে খুন হলেন স্বামী

বিশাখা মাহলী

পুরুলিয়া ঃ ঘটনা গতকাল সোমবার রাতে, পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থানার খুনটাড় গ্রাম এলাকায়।মৃতের নাম সোনারাম হাঁসদা বয়স আনুমানিক (৩৫)বছর। বাড়ি বলরামপুর থানার খুঁনটাঁড় এলাকায়। ঘটনা প্রসঙ্গে বলরামপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে পারিবারিক অশান্তির জেরে মৃত ব্যাক্তির স্ত্রী কুড়ুল দিয়ে মাথায় আঘাত মারলে রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানেই লুটিয়ে পড়ে সোনারাম। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বলরামপুর থানার পুলিশ এবং পরিবারের লোকেদের উপস্থিতিতে সোনারাম হাঁসদাকে বাঁশগড় হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ রাতেই মৃত ব্যাক্তির দেহ থানায় নিয়ে আসে। মঙ্গলবার দুপুর পৌনে একটা নাগাদ দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পুরুলিয়া গভঃ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাংলা ভাষা ও অস্তিত্ব রক্ষার দাবিতে রাঁচির রাজপথে ঝাড়খন্ডের বাংলাভাষী সমাজ, পদ যাত্রা, ধর্ণা ও আবেদন দেওয়া হলো রাজ্যপাল কে

রাঁচি (সুনীল কুমার দে) ঃ শুধু বাংলায় নয়,ভারত বর্ষে নয় এমন কি সারা পৃথিবীতে বাঙালির অবদান অপরিসীম। সত্যি বলতে বিশ্বে ভারত কে প্রতিষ্ঠিত করেছে বাঙালী তা ধর্মের ক্ষেত্রে হউক,বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হউক, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হউক,খেলাধুলা অথবা শিল্প কলার ক্ষেত্রে হউক।চৈতন্য দেব,রামকৃষ্ণ দেব,রামপ্রসাদ,ব্যামাক্ষেপা থেকে শুরু করে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ,সুভাষ চন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ,নজরুল,বঙ্কিম চন্দ্র, শরত চন্দ্র,জগদীশ চন্দ্র, রাসবিহারী, চিত্তরঞ্জন, ক্ষুদিরাম, বিনয়,বাদল, দিনেশ, প্রফুল্য চাকি,সূর্য সেন,বাঘাযতীন, মাতঙ্গিনী, প্রীতিলতা কত জনের নাম বলবো ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম নেই কিন্তু তারা সবাই ভারত রত্ন ছিলেন।কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ কোনোদিন বাঙালিকে যথাযথ সম্মান দেয় নি,শ্রদ্ধা করে নি,মনে রাখে নি। বাঙালী চিরদিন ভেতো বাঙালী,ভীতু বাঙালী,আত্ম বিস্মৃত জাতি,অনুকরণ প্রিয়,কলহ প্রিয়,এক হতে জানে না বলে বদনামের বোঝা বয়ে বেড়ায়। যখন বিহার ছিলো তখন রাজ্যে বাংলা ভাষা জীবিত ছিলো।বাংলা মিডিয়াম স্কুল ছিলো,বাংলা শিক্ষক ছিলো,বাংলা পড়ানো হতো, বাংলা বই ছাপানো হতো কিন্তু ঝাড়খন্ড রাজ্য হওয়ার পর থেকে বাংলা অবজ্ঞার শিকার হলো ও বাংলা বধ হলো।বাংলা বই ছাপানো বন্ধ হলো,বাংলা শিক্ষকের নিযুক্তি বন্ধ হলো,বাংলা পড়ানো বন্ধ হলো।ধীরে ধীরে সব বাংলা মিডিয়াম স্কুল গুলো হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পরিণত হলো।ঝাড়খন্ডের বুনিয়াদি ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও আজ ঝাড়খন্ডে বাঙালির ছেলে মেয়েরা বাংলা পড়তে ও শিখতে পারছে না।৪২ রাজ্যে বাংলাভাষী থাকা সত্ত্বেও যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারা আজ ঝাড়খন্ডে তাদের মাতৃভাষা শিখতে পারছে না যা দুর্ভাগ্য ও লজ্জার বিষয়।

যেদিন ঝাড়খন্ডে এই ঘটনা ঘটলো সেদিন বাঙালী সমাজ উদাসীন ছিলো ও নীরব ছিলো।বাঙালী শান্তিপ্রিয় জাত বলে কোনো প্রতিবাদ করে নি ও কেউ পথে নামে নি।দেখতে দেখতে ২২ বছর কেটে গেল।আজ যখন বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতি চরম সংকটে তখন ঝাড়খন্ডের কিছু বাঙালী পথে নেমেছে নিজেদের দাবি আদায় করার জন্য,ভবিষ্যতে আবার সবাই পথে নামতে বাধ্য হবে।

ঝাড়খন্ড বাংলা ভাষী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে বিগত ১১ ই ডিসেম্বর ২০২৩ সোমবার বেলা একটার সময় রাজধানী রাঁচিতে ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন রাজ্যের বাঙালিরা একত্রিত হয়ে আওয়াজ তুললো,,আমাদের দাবি মানতে হবে,বাংলা কে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে,স্কুলে বাংলা পড়াতে হবে,বাংলা শিক্ষকের নিয়োগ করতে হবে,বাংলা একাডেমি খুলতে হবে,রেল স্টেশনে পুনরায় বাংলা লিখন শুরু করতে হবে,বাংলা বই ছাপাতে হবে আদি।সবশেষে ধর্নায় বসে আওয়াজ দিলো,,জো বাংলা কে হিত মে বাৎ করেগা ওহী ঝাড়খন্ড মে রাজ করেগা,জয় বাংলা।আকাশ বাতাস মুখরিত হলো রাঁচির রাজপথ।হাতে পতাকা ও বেনার নিয়ে ও শ্লোগান করতে করতে প্রায় এক হাজার বাংলা ভাষী পুরুষ ও মহিলা মোরাবাদী মাঠ থেকে পদ যাত্রা করে রাজ্যপালের বাস ভবনের সামনে মিছিল থামালো।সেখানে ধরনা দেওয়া হলো।বিভিন্ন বক্তা তাদের প্রাণের কথা ও মনের ব্যথা জানিয়ে বক্তব্য রাখলেন ও সবাই শপথ নিলেন যতদিন না পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও বাঙালী কে যথাযথ সম্মান দেওয়া হচ্ছে ততক্ষন পর্য্যন্ত এই আঃেদালন চলবে,থামবে না।তারপর এক প্রতিনিধি মন্ডল রাজভবনে গিয়ে দাবি ও আবেদন রাজ্যপালের হাতে তুলে দিলেন।এই ইতিহাসিক ভাষা আঃেদালনে ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা বিপুল সংখ্যায় ভাগ নিলেন তাদের মধ্যে রাঁচি,রামগড়,কোডার্মা,বোকারো,পূর্ব সিংহভূম,পশ্চিম সিংহভূম ও খারসাওয়ান, সেরাইকেলা প্রমুখ।দেরিতে হউক ঝাড়খন্ডের বাঙালিরা আজ জেগেছে ও ভাষা সংস্কৃতির রক্ষার্থে এক হয়েছে।এই একতাই বাঙালীর ভাষা ও অস্তিত্ব কে আবার ঝাড়খন্ডে ফিরিয়ে আনবে এটাই সবার বিশ্বাস। আমি এর সাথে সকল বাংলা ভাষা ভাষী ভাই বোনদের অনুরোধ করতে চাই এই আঃেদালনের সাথে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে রক্ষা করার জন্য নিজ নিজ ঘরেও আঃেদালন শুরু করুন।সপ্তাহে একদিন নিজেদের ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনিদের বাংলা শিখান, তাদের সাথে বাংলায় কথা বলুন।যত প্রকারের নিমন্ত্রণ কার্ড হিন্দি বা ইংরেজির সাথে বাংলাতেও ছাপান,যে কোনো অনুষ্ঠানে বাংলা গান বাজান ও বাংলা প্রোগ্রাম করান।নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানোর দায়িত্ব শুধু মাত্র সরকারেরই নয় আমাদের ও সমান ভাবে আছে।তাই মানসিকতার পরিবর্তন চাই। নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে ভালোবাসুন তাহলেই সব কাজ হবে।

অলৌকিক আল্লাহ আমাদের দ্বিতীয় জীবন দিয়েছেন। আমার স্ত্রীর সাহসিকতারও তুলনা হয় না।

স্বামী ও সন্তানদের বাঁচাতে গুলির সামনে বর্ম হয়ে ছিলেন পাকিস্তানি নারী

করাচি (আল জাজিরা)ঃ কনকনে শীত। ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ১০টা। শাহ বুলবুল বড় বড় দুটি স্যুটকেস টেনে বাসে তুললেন। এরপর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বাসে চেপে বসলেন। বিদায় জানালেন নিজ শহর ঘিজারকে। আর্থিক দৈন্যদশা কাটিয়ে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার স্বপ্ন নিয়ে নতুন গন্তব্য পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় শহর করাচির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন।

পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় ঘিজার শহর থেকে দক্ষিণের সিন্ধু প্রদেশের শহর করাচির যাত্রা প্রায় ৩০ ঘণ্টার। পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা। ক্লান্ত বুলবুলের চোখ লেগে এসেছিল। কোলে পাঁচ বছরের মেয়ে উমাইমা। আচমকা স্ত্রী তাঁকে জোরে ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করতে থাকেন।

বুলবুল বলেন, 'আমার স্ত্রী আমাকে ও সন্তানদের জাগিয়ে তুলে বাস থেকে নামতে বলছিল। এই সময় আমি বুঝতে পারি, বাস হামলার শিকার হয়েছে। কারণ, বাইরে থেকে গুলির শব্দ আসছিল।'

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বুলবুল বলেন, 'জানালার পাশেই ছিল আমার স্ত্রী। সে দ্রুত তার কোলে থাকা আমাদের দুই বছরের ছেলে আরসালানকে বাসের মেঝেতে বসিয়ে দেয় এবং জোর করে আমাকে ও মেয়েকে বাসের আসনের নিচে চেপে ঢুকিয়ে দেয়। এরপর বাসের আসনের ওপর শুয়ে আমাদের আড়াল করে। আমি যখনই বোঝার চেষ্টা করছিলাম কী হচ্ছে, তখনই সে বলল, তার গায়ে গুলি লেগেছে। আমি যাতে সন্তানদের রক্ষা করি।' ২ ডিসেম্বর পাকিস্তানের গিলগিট-বালতিস্তান অঞ্চলের চিলাস শহরের কাছে হামলার শিকার হয়েছিল বাসটি। দেশটির উত্তরের স্বায়ত্তশাসিত এই অঞ্চল চীনের সীমান্তবর্তী। ঘটনার সময় বাসটিতে ৪৫ যাত্রী ছিলেন। বাসটি তখন কারাকোরাম হাইওয়ে থেকে নেমে যাচ্ছিল। ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথ কারাকোরাম পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে চীনের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

ওই হামলায় পাকিস্তানি ২ সেনাসহ অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৪ জনের বেশি। তাঁদের মধ্যে বুলবুলের স্ত্রী রোশানও ছিলেন। তাঁর গায়ে লেগেছে ছয়টি গুলি। পুলিশ হামলার ঘটনা তদন্ত করছে। তবে এখনো কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি। সেই হামলার ঘটনার স্মৃতি মনে করে বুলবুল বলেন, 'যখন গুলি শুরু হলো, তখন বাসটি পার্বত্য এলাকায় খাড়া সড়কে। বাসের চালক গতি বাড়িয়ে দিলেন। একটি ঢালু জায়গায় এসে আচমকাই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তাঁর গায়েও গুলি লেগেছিল। আমি দম আটকে রেখেছিলাম। ভাবছিলাম বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে ধাক্কা খেলে আমাদের বাসটি সড়ক থেকে ছিটকে নদীতে পড়তে পারে বা উল্টে যেতে পারে। প্রথম গুলি থেকে শুরু করে বাস থামানো পর্যন্ত সবকিছু ১০ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে হয়েছে, কিন্তু আমার কাছে অনন্তকাল মনে হচ্ছিল।'

বুলবুল বলেন, 'ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। আমাদের পেছনের আসনের যাত্রীরাও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আমি ছেলেমেয়েদের শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম। আর আমার স্ত্রী গুলিতে রক্তাক্ত হয়ে গেলেও আমাদের জন্য বর্ম হিসেবে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। বাসে লোকজন সাহায্য চেয়ে কেউ গোঙাচ্ছিলেন, কেউ চিৎকার করছিলেন।'

বুলবুল বলেন, চিলাস অঞ্চল ও গিলগিত-বালতিস্তানের অন্যান্য জায়গায় অতীতে অনেক সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, তাঁর ধারণা, হামলাকারীরা বাসে উঠলে সবাইকে মেরে ফেলত। 'বাসটি থামার পর রোশান নিজের কথা না ভেবে বারবার শুধু সন্তানদের বাইরে নিয়ে যেতে বলছিল। তাদের যাতে দেখে রাখি, সেটাও মনে করিয়ে দিচ্ছিল। রোশানকে হয়তো বাঁচাতে পারব না, এটি আমি ধরেই নিয়েছিলাম,' বলেন বুলবুল।

দুই সন্তানকে নিয়ে বুলবুল গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দেখেন, আসনের কাছে লোকজন পড়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছেন, কেউ কেউ সাহায্য চাইছিলেন।

পাহাড়ি এলাকায় মোবাইলের নেটওয়ার্ক পাওয়া খুব কঠিন। তবে স্থানীয় লোকজন গুলির শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীসহ কয়েকজন আহত ব্যক্তিকে ভ্যানে করে আধা ঘণ্টার দূরত্বে চিলাস শহরে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, রোশানের পিঠে ছয়টি গুলি লেগেছে এবং তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় গ্রুপের রক্ত তাঁদের কাছে নেই।

বুলবুল বলেন, 'এই দুঃসময়ে আমার ভাগ্য সহায় ছিল। সেই হাসপাতালের এক নার্স ছিলেন আমাদের এক আত্মীয়। তিনি কোনোরকমে কিছু রক্ত সংগ্রহ করেন। চিকিৎসকেরা জরুরি অস্ত্রোপচার করে রোশানের জীবন বাঁচান।'

এরপর সেখান থেকে মূল শহর গিলগিতে যান বুলবুল। আজ মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফায় রোশানের অস্ত্রোপচার হয়। তাতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁর পাঁজর ভেঙে গেছে, এমনকি শরীরের ভেতরের অঙ্গও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনো তাঁর মেরুদণ্ডে তিনটি গুলি আছে।

ঘিজার ৩৫ বছর বয়সী বুলবুল ছোট্ট একটি মুদিদোকান চালাতেন। তবে দেশের অর্থনৈতিক মন্দা ও মূল্যস্ফীতির কারণে বাবা-মা-ভাই-বোন, স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে এই আয়ে চলা তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। বুলবুল বলেন, 'রোশানের মা-বাবা করাচিতে থাকেন। তাঁরাই বলেছিলেন, সেখানে চলে যেতে। তাঁরা আমাকে কাজ পাইয়ে দিতে সাহায্য করবেন। তাই আমি স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সেখানে রওনা হয়েছিলাম। এখন যে রোশান বেঁচে আছে, এটাই অলৌকিক লাগছে।' বুলবুল বলেন, 'আমি যখন বাসের মেঝেতে বসে ছিলাম, তখনো গুলি চলছিল। আমি অপেক্ষা করছিলাম, এই বুঝি আমার মৃত্যুর পালা এল। ভাবি, যদি আমার গায়ে বা আমার সন্তানদের গায়ে গুলি লাগত বা আমরা স্বামীস্ত্রী দুজনই মারা যেতাম, তাহলে সন্তানদের কে দেখত। আল্লাহ আমাদের দ্বিতীয় জীবন দিয়েছেন। আমার স্ত্রীর সাহসিকতারও তুলনা হয় না। তাকে ধন্যবাদ।'

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

‘বিষ্ণু মোহন ভজন’ - স্বয়ংসেবক থেকে মুখ্যমন্ত্রী, তিন রাজ্যের ক্ষমতায় সঙ্ঘের দাপট

তিন রাজ্যেই চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত দিয়েছে বিজেপি

বিজেপির এই সিদ্ধান্তে আরএসএসের সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ দেখা যাচ্ছে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ ছত্তিশগঢ়, মধ্যপ্রদেশের পর রাজস্থানেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিস্ময়কর নাম ঘোষণা বিজেপি’র।প্রথমবারের মতো বিধায়ক ভজন লাল শর্মাকে রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রী করার ঘোষণা করেছে বিজেপি। একইভাবে, মোহন যাদব মধ্যপ্রদেশে এবং বিষ্ণুদেব সাই ছত্তিশগঢ়ে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে চলেছেন।তবে তিনটি রাজ্যেই যে বিশেষ জিনিসটি দেখা গেছে তা হল তিনজন মুখ্যমন্ত্রীই সঙ্ঘের (আরএসএস) এর পটভূমি থেকে এসেছেন।অর্থাৎ, তিনটি রাজ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ে বিজেপির চেয়ে সঙ্ঘের কথা শোনা হয়েছে।

তিন নেতাই সঙ্ঘ পটভূমির

তিনটিরাজ্যে নির্বাচনের পর বিজেপি যখন ক্ষমতায় ফিরে আসে, তখন তিনটি রাজ্যেইমুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদারদের মধ্যে প্রবীণ নেতা ও প্রভাবশালীদের ভিড় ছিল।কিন্তুবিজেপি ছত্তিশগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, ও রাজস্থানের যে তিনজন মুখকে মুখ্যমন্ত্রীকরেছে, তাদের মধ্যে নির্বাচন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে কেউই ছিলেন না।তবে এই তিনজনের মধ্যে একটাই সাধারণ মিল ছিল আর আছে, যা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকসঙ্ঘের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ, যা তাদের তিনজনকেই এত বড় পদে নিয়েগেছে।মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগঢ় এবং রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের ফলে একটি বিষয় আবারস্পষ্ট হয়ে গেছে যে আজও বিজেপিতে, শুধুমাত্র সঙ্ঘই বড় সিদ্ধান্ত নেয়, যাসকলের জন্য মেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

আরএসএস শক্তিশালী

কিছু কিছু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছিলেন যে মোদীশাহ যুগের বিজেপিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই এখন বড় সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে সঙ্ঘ এখনও শক্তিশালী। সঙ্ঘ শুধুমাত্র নেপথ্যে থেকে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্যই নয়, প্রতিটি রাজ্যে নতুন প্রজন্মকেও গড়ে তুলছেন।ছত্তিশগঢ়েআদিবাসী, মধ্যপ্রদেশে ওবিসি এবং রাজস্থানে ব্রাহ্মণ শ্রেণী থেকে সঙ্ঘের সাথেযুক্ত নেতাদের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে বিজেপি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্যসমস্ত সমীকরণ ঠিক করেছে।বিশেষ বিষয় হল এই বার্তাও দেওয়া হয়েছে যে আগামী ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য লোকসভা নির্বাচনের পটভূমিকায় থাকবে আরএসএস।

ছত্তিশগঢ়ের উপজাতি সম্প্রদায়ের উপর সঙ্ঘের নজর বিষ্ণুদেবসাই, যিনি ছত্তিশগঢ়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন, তিনি আদিবাসীসম্প্রদায় থেকে এসেছেন, যিনি সঙ্ঘের পরীক্ষাগার থেকে বেরিয়ে এসেছেন।আদিবাসী অধ্যুষিত যশপুর জেলা থেকে আসা বিষ্ণুদেব সাই, সঙ্ঘের কাছ থেকেই রাজনীতির কৌশল শিখেছিলেন।২০১৮সালের বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর, আরএসএস ছত্তিশগঢ়ের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পুরোপুরি সক্রিয় ছিল।সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত নিজেই অনেকবার ছত্তিশগঢ় সফর করেছেন।এমন পরিস্থিতিতে ভিতর থেকে মাঠ মজবুত করেছিলেন সঙ্ঘ কর্মীরা।যারসুফল দেখা গেল ২০২৩ সালের নির্বাচনে। এমন পরিস্থিতিতে বিষ্ণুদেব সাই, যিনিসঙ্ঘের সাথে যুক্ত এবং আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, মুখ্যমন্ত্রীরদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মোহন যাদব এমপির ওবিসি রাজনীতিতে ফিট

মধ্যপ্রদেশে সর্বাধিক ৫২ শতাংশ ওবিসি শ্রেণী রয়েছে, যা রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়।২০১৮সালের বিধানসভা নির্বাচনে যখন বিজেপির আসন কমে গিয়েছিল, সঙ্ঘও তখনও মধ্যপ্রদেশে সক্রিয় ছিল। মধ্যপ্রদেশেরমালওয়া-নিমার অঞ্চলকে সঙ্ঘের পরীক্ষাগার বলা হয়, কারণ এই এলাকা থেকে সঙ্ঘের অনেক শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়েছে যারা পরবর্তীতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।এমন পরিস্থিতিতে এখানেও পর্দার আড়ালে কাজ শুরু করে আরএসএস।ফলাফল আসতেই মালওয়া-নিমার সহ গোটা রাজ্যে গেরুয়া ঝড় দেখা গেল। এমনপরিস্থিতিতে আরএসএসএর মাধ্যমে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে দীর্ঘদিন কাজ করা মোহনযাদবের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব তুলে দিয়েছে বিজেপি।বিশেষবিষয় হল মধ্যপ্রদেশে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিষ্ণুদত্ত শর্মাও আরএসএসথেকে উঠে এসেছেন, যিনি প্রথমবারের মতো সাংসদ এবং সাথে রাজ্য সভাপতিরদায়িত্ব পেয়েছেন।

রাজস্থানেও সঙ্ঘ সক্রিয়

রাজস্থানে প্রতি পাঁচ বছর পর পর ক্ষমতায় আসা-যাওয়ার রেওয়াজ আছে, এবারও সেই রেওয়াজ দেখা গেছে।কিন্তু এবার বিজেপি অনেকটাই বদলেছে।এখন পর্যন্ত বিজেপির ঐতিহ্যবাহী নেতারাই মুখ্যমন্ত্রীর পদ দাবি করে আসছেন এবং দল তাদেরই সুযোগ দিয়েছে।কিন্তু এবার সব বদলে গেল।ভজনলাল শর্মা, যিনি সঙ্ঘের পটভূমি থেকে এসেছেন, এবং যিনি প্রথমবারের মতো বিধায়ক, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁর নামের প্রস্তাবনা সঙ্ঘের পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে।কারণ কারণ, রাজস্থানেও প্রদেশেও সঙ্ঘ পুরোপুরি সক্রিয় ছিল।মোহন ভাগবত নিজে রাজস্থানে ঘনঘন সফর করেছিলেন।আর এখানেও নতুন প্রজন্মকে সুযোগ দিয়েছে দল।

সঙ্ঘ কীভাবে জাত সমীকরণ সমাধান করেছে

সঙ্ঘ জাতিগত সমীকরণের দিকেও কড়া নজর রেখেছিল।আদিবাসীঅধ্যুষিত ছত্তিশগঢ় উপজাতীয় মুখ্যমন্ত্রী এবংব্রাহ্মণ ও ওবিসি শ্রেণী উপমুখ্যমন্ত্রীবানিয়ে রাজ্যের বর্ণ ভারসাম্যতৈরি করা হয়েছে। একইভাবে, ওবিসি অধ্যুষিত মধ্যপ্রদেশে, একজন ওবিসিকে মুখ্যমন্ত্রী করা হলেও, এখানেও তফসিলি জাতি এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণি থেকে একজন উপমুখ্যমন্ত্রী করেসমীকরণটি মসৃণ করা হয়েছে।রাজস্থানেও ঠিক তাই করা হয়েছে।এখানে, ব্রাহ্মণ শ্রেণী থেকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে, তফসিলি জাতি ও রাজপুত শ্রেণীথেকে উপমুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে বর্ণের সম্পূর্ণ ভারসাম্য রাখা হয়েছে। এছাড়াও, আরকেটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই তিনটি রাজ্যে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীর বয়স ৬০ বছরের কম, যার অর্থ সঙ্ঘ এখন নতুন প্রজন্মের দিকে নজর রাখছে।আমরাযদি নির্বাচনের শুরু থেকে ফলাফল পর্যন্ত তিনটি রাজ্যের দিকে তাকাই, তবেএকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে আজও বিজেপিতে সঙ্ঘের হস্তক্ষেপ ও আধিপত্য সর্বাধিক।

চা শ্রমিকদের ৫ ডেসিমিল পাট্টা নয়,তাদের মালিকানার অধিকার দেওয়া হোক

শিলিগুড়ি ঃ শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করলেন উত্তরবঙ্গ চা শ্রমিক সংগঠন। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তারা জানান যে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন অফ নর্থ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে চা শ্রমিকদের ৫ ডেসিমিল পাট্টা দাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা তারা মানবেন না।উত্তরবঙ্গ চা শ্রমিক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট খ্রিস্টান খারিয়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিকদের যে পাঁচ ডেসিমিল পাট্টা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন সেই বিষয় নিয়ে বহুদিন ধরে তারা বহুভাবে আন্দোলন করে চলছেন। বর্তমানে তাদের দাবি হলো যে তাদের পাট্টা নয় তাদের মালিকানার অধিকার দেওয়া হোক এবং ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাদের এই সমস্ত দাবি নিয়ে তারা চেষ্টা করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার।

মুখ্যমন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে ধর্নায় বসার অনুমতি না পাওয়ায় একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন বিধায়ক

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে ধর্নায় বসার কথা জানিয়েছিলেন শিলিগুড়ি বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। পুলিশের কাছে সে বিষয়ে অনুমতি চাওয়া হলেও পুলিশের তরফে ধর্না কর্মসূচির অনুমতি মেলেনি।শনিবার তা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, সভার নামে স্টেডিয়ামের ক্ষতি করা হচ্ছে।এই বিষয়টি জানার পরে আমি ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ক্রীড়া মহলকে পাশে নিয়ে। ১৪৪ ধারা শুধুমাত্র বিরোধীদের জন্য শাসকদলের জন্য নয়।সেজন্য পুলিশ অনুমতি না দিলেও আমি ধর্নায় বসবো। তারপরেও যদি কোনো রকম আইনশৃংখলার অবনতি হয় তার জন্য দায়ী থাকবে পুলিশ এবং প্রশাসন।

তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন INTTUC -র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

আলিপুরদুয়ার ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন INTTUC -র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়।শনিবার কালচিনি ব্লকের INTTUC কর্মী সমর্থকেরা শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক দিবস পালন করা হয়।পতাকা উত্তোলন করেন কালচিনি ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি প্রেমা লামা।উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও।এদিন আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি ব্লকে পালন করা হয় আইএনটিটিইউসির প্রতিষ্ঠা দিবস।

হাইকোর্টের নির্দেশে নির্মাণ গুড়িয়ে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে নির্মাণ গুড়িয়ে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম।তিনতলা বাড়ির উপরের অংশটি সম্পূর্ণ অবৈধ এমন অভিযোগ শিলিগুড়ি পুরনিগমে জমা পরে।পুরনিগমের পক্ষ থেকে তিনবার লিখিত নোটিশ করে এই অবৈধ বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলার কথা জানানো হলেও তাতে কর্ণপাত করেনি ওই বাড়ির মালিক।পরবর্তীতে নির্মাণ সংক্রান্ত মামলা জলপাইগুড়ি আদালতে লিপিবদ্ধ হয়।তারপরে সেই মামলা উচ্চ আদালতে গেলে শুক্রবার আদালত নির্দেশ দেয় ভেঙে ফেলার। তারপরে পুরসভা ও এনজেপি থানার পুলিশ যৌথভাবে বিল্ডিংটির অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিব্লকে। সারদা শিশু তীর্থর ঠিক পাশেই এমন অবৈধ নির্মাণ করেছিলেন জয়ন্তী রায় নামে এক বাসিন্দা। আর সেই নির্মাণই এদিন ভেঙে দিল পুরনিগম।

কোচবিহার পৌরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে

কোচবিহার ঃ কোচবিহার পৌরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে।কোচবিহার পৌরসভা লাগামহীন কর বৃদ্ধি এবং কোচবিহার পৌরসভা পরিচালিত রাস মেলায় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুললেন বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে। এদিন বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, কোচবিহার রাসমেলায় যে কোম্পানিকে বিদ্যুৎ সংযোগের বরাত দেওয়া হয়েছে তারা পৌরসভায় দেওয়া টেন্ডারের থেকে কয়েক গুণ বেশি টাকা নিচ্ছে রাশেদের কাছ থেকে।এমনকি রাস মেলায় স্টেডিয়ামে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা দোকান খুলে বসেছে তাদের কাছ থেকেও প্রচুর পরিমাণে টাকা অবৈধভাবে নিয়েছে পৌরসভা। তিনি বলেন পৌরসভার টেন্ডার অনুযায়ী যেখানে একটি ১৮নং ওয়ার্ডের লাইটের জন্য দশ টাকা দেওয়ার কথা ব্যবসায়ীদের সেখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রায় ১৭৫ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে ব্যবসায়ীদের।কোচবিহার পৌরসভা যেভাবে তুঘলুকি করছে এই বিষয় নিয়ে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব। যদিও কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন বিজেপির সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। কোচবিহার পৌরসভা কোন কর বৃদ্ধি করেনি অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী যে কর ধার্য হয়েছে সেটাই পৌরসভা নাগরিকদের কাছ থেকে নিচ্ছে। এই অ্যাসেসমেন্ট রাজ্যের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

৬৬ তম ভারত সংস্কৃতি উৎসবের সূচনা লগ্ন হয়ে গেল বর্ধমান শহরে শুক্রবার এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা

বর্ধমান ঃ ১৬ তম ভারত সংস্কৃতি উৎসবের সূচনা লগ্ন হয়ে গেল বর্ধমান শহরে শুক্রবার এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে ।এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ভারত সংস্কৃতি উৎসবে বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ পোদ্দার, উপস্থিত ছিলেন ভারত সংস্কৃতি উৎসবের কার্যকরী সভাপতি অরূপ দাস, গুরু গজেন্দ্র পান্ডা সহ বর্ধমান শহরের বেশ কিছু নৃত্য প্রশিক্ষণ স্কুলের শিক্ষার্থীরা ।এই পদযাত্রাটি বর্ধমান শহরের টাউন হল ময়দান থেকে শুরু হয়ে বিসি রোড হয়ে আবার টাউন হলে এসে সমাপ্ত হয়।

ঢাকা না থাকার ফলেই কি গর্তে পড়ে মৃত্যু হল শিশুর? বাদুড়িয়ায় শিশু মৃত্যুর ঘটনায় উঠলো একাধিক প্রশ্ন

বাদুড়িয়া ঃ নির্মীয়মান বাড়ির কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মাটির জন্য খোঁড়া হয়েছিল গর্ত। আর সেই গর্তই কাল হলো বাদুড়িয়ার ছয় বছরের শিশু কোয়েলের কাছে। বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ চাতরা গ্রামের বাসিন্দা পরিতোষ সরকার ও মীরা সরকারের ছোট মেয়ে বছর ছয়ের কোয়েল সরকার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের শৌচালয়ে শৌচকর্ম সেরে যখন ঘর্যে দিকে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বাড়ির উঠোনের পাশে থাকা একটি গর্তে পা পিছলে পড়ে যায় সে। কিছুক্ষণ পর মেয়ের সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় মায়ের। খোঁজাখুঁজি করতেই দেখা যায় বাড়ির পাশে একটি গর্তে পড়ে রয়েছে কোয়েল। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উত্তর ২৪ পরগণার বাওগাছি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসকরি তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে ঘটনাটি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে ভাড়া থাকতো এই সরকার পরিবার সেই বাড়ির মালিক অচ্যুৎ সর্দার বাড়ি তৈরি করছিলেন। সেই বাড়ির ভিত তৈরি করতে প্রয়োজন হয় মাটির এবং সেই মাটি চাহিদা মেটাতেই বাড়ির পিছনে তৈরী করা হয় একটি গর্ত। বৃহস্পতিবার ভরদিন বৃষ্টি হওয়ায় এমনিতেই মাটির উঠান ছিল পিচ্ছিল। ফলে সেই পিচ্ছিল মাটিতে হেঁটে ফেরার সময় পিছলে সেই গর্তে পড়ে ওই শিশু, এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। প্রশ্ন উঠছে যদি গর্ত খোঁড়া হয়ে থাকে তাহলে কেন সেটি ঢাকা ছিল না? কেন নিরাপত্তার দিকটি মাথায় রাখেননি বাড়ির মালিক? ইতিমধ্যে এরকম ধরনের ঘটনায় বেশ কিছু বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে বেশকিছু শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনা আরও একবার সেই অসতর্কতার ছবি ফুটিয়ে তুললো।

মর্মান্তিক মোটরবাইক দুর্ঘটনায় ঘটনার বলি হলো দুই যুবক

মালদা – মর্মান্তিক মোটরবাইক দুর্ঘটনায় ঘটনার বলি হলো দুই যুবক। আশঙ্কাজনক আরও দুই বাইক আরোহী। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে পাকুয়াহাট বামনগোলা রাজ্য সড়কের মাঝে তিতপুর এলাকায় বাইক দুর্ঘটনা ঘটে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বামনগোলা থানার পুলিশ। দুর্ঘটনা গ্রস্থদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা বামনগোলা গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।অন্য দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানান্তরিত করেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে একটি বাইকে তিনজন বিনা হেল মেটে দ্রুত গতিতে পাকুয়াহাট হইতে বামনগোলা যাচ্ছিল অন্যদিকে,একটি বাইক বামনগোলা থেকে পাকুয়াহাট আসছিল সে সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুটি বাইকের তিতপুর এলাকায়। এলাকা ও সূত্র পুলিশ জানা গিয়েছে মৃত্যু দুইজনের নাম, অভিজিৎ রায় বয়স (২৯)বাড়ি পাকুয়াহাট এলাকায়,বিমল ব্যাপারি বয়স (৩৭)বাড়ি টিকানা জানা যায়নি।আরো দুইজনকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা জন্য পাঠানো হয় তাদের নাম সুজিৎ রায় বয়স(২৬) বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর এলাকায়। ডন মন্ডল বয়স(২০)বাড়ি জামতলা এলাকায়

মাঝরাতেই ICU তে ভর্তি করা হয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র

কলকাতা ঃ স্বাস্থ্য পরীক্ষার আগেই ফের আবারো গতকাল মাঝরাতেই ICU তে ভর্তি করা হয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র কে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক Ed আধিকারিকরা আজ যদি গ্রীন সিগন্যাল না মেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে, তাহলে ফের আদালতের দ্বারস্থ হবেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। খবর সুত্রের।

লাগাতার বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো

আলিপুরদুয়ার । লাগাতার বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো। আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের উত্তর পানিয়াল গুড়ি এলাকার বাসিন্দারা শুক্রবার বিকেলে দমনপুর এলাকায় আলিপুরদুয়ার গামী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। গ্রামবাসীরা জানান লাগাতার বুনো হাতি হানায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কিত। প্রতিনিয়ত গ্রামে বুনো হাতি হানা দিয়ে ফসল নষ্ট করছে গতকাল রাতে ও হাতির আক্রমণে এলাকার এক বাসিন্দা গুরুতর জখম হয় বর্তমানে আহত ব্যাক্তি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। আহত ব্যাক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও এলাকায় বনদফতরের টহলের দাবিতে শুক্রবার বিকেলে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করে প্রায় আধ ঘণ্টা খানেক অবরোধ চলে ঘটনাস্থলে আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির পুলিশ পৌছায় এবং পুলিশ ও বনদফতরের আশ্বাসে অবরোধ তুলে দেয় গ্রামবাসীরা।

বাড়ির শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ

শিলিগুড়ি ঃ বাড়ির শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ। খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগর কলোনিতে।শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম বিপুল গুপ্তা(৪০)। তিনি হকার ছিলেন। খুনে অভিযুক্ত প্রতিবেশী রাম বর্মণকে গ্রেফতার করেছে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বিপুল গুপ্তার স্ত্রী ও ছেলে বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল। বাড়িতে এসে ব্যক্তিকে ঘরে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এরপরই দেখেন বাড়ির শৌচালয় থেকে রক্ত বাইরে বেরিয়ে আসছে। এরপর ভেতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে খুনে অভিযুক্ত রাম বর্মণ। সেখান থেকে পালিয়ে যায়।পরে ঘটনার খবর পেয়ে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে অভিযুক্তকে এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। যদিও খুনের কারণ জানা যায়নি।

প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে দেখে লরির সামনে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা প্রেমিকার

জলপাইগুড়ি ঃ প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে দেখে লরির সামনে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা প্রেমিকার। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি লাল স্কুল সংলগ্ন ৪৮ নং এশিয়ান হাইওয়ের উপর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লাল স্কুল সংলগ্ন ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের উপর এক যুবককে লরির সামনে লাফ দিতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনা ক্রমে ওই যুবক বেঁচে যায়। এরপর স্থানীয়রা ওই যুবককে আটক করে ধূপগুড়ি থানায় খবর দেয়। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এসে ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। যুবকটির দাবী তার প্রেমিকার বিয়ের হয়ে যাচ্ছে দেখে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

জুয়ার আসরে পুলিশী হানা,গ্রেফতার চার

শিলিগুড়িঃ পুলিশের চোখের আরালে চলছিল রমরমা জুয়ার আসর।খবর পেতেই জুয়ার আসরে হানা দেয় এন জে পি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ।জুয়া খেলার সামগ্রি ও কিছু নগদ টাকা সহ চার জুয়ারিকে গ্রেফতার করা হয় জুয়ার আসর থেকে।।শহর সংলগ্ন এলাকায় মেলা মানেই তার আরালে চলে জুয়ার আসর।বিগত সময়ে এমন জুয়ার আসরের বিরুদ্ধে পুলিশ ও সংবাদ মাধ্যম সরব হলেও থামেনি এই অসাধু কারবার।তবে এনজেপি এলাকায় বিগত বেশ কিছু মেলায় পুলিশী তৎপরতায় দেখা মেলেনি এমন জুয়ার আসর।তবে জটিয়াকালী চম্পদ গঞ্জে ভারত বাংলাদেশ সিমান্ত এলাকায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলছিল মেলার মধ্য জুয়ার আসর।পুলিশ জানতে পেরেই মেলায় হানা দিয়ে আজিজর রহমান,শ্যামল বর্মন,বাপ্পা বারুই,রাজু দাসকে গ্রেফতার করে।উদ্ধার হয় নগদ ৮৩০ টাকা ও জুয়া খেলার সামগ্রি।ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार को लेकर राज्य में उत्साह का माहौल

अबुआ आवास सबका आवास

झारखण्ड के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी आवास योजना शुरू की गयी है। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत राज्य के 8 लाख परिवारों को ... लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ... किया गया है। ... के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जाएगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत लाखों की संख्या में अबुआ आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आ रहे हैं। सभी जरूरतमंद लोग नजदीकी शिविर में जाकर योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन दे सकते हैं।

धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, अब मैं भी साइकिल से स्कूल जा सकूँगा

झारखण्ड / बोकारो

[illegible]

अब तक कुल आवेदन प्राप्त

29,67,282*

*प्रदत्त जानकारी 12/12/2023, 06:00 PM

जोहार, मैंने चुनाव से पहले वादा किया था कि आपकी यह सरकार ... नहीं बल्कि ... के बीच, उनके द्वार-द्वार जाकर उन्हें राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेगी। ... शिविर लगाया जा रहा है, जहां लाखों-करोड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है, उन्हें योजनाओं का अधिकार मिला है।

- हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखण्ड

लाखों जरूरतमंद को मिला पेंशन का अधिकार

सुदूर क्षेत्रों में पहुंची सरकार, दिया अभियान के तहत अधिकार

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ से डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा

झारखण्ड / खूंटी

सबल बनीं दीदी-बहनें, सुनिश्चित हुआ आजीविका का आधार

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से युवाओं के सपने होंगे साकार

धन्यवाद हेमन्त सरकार

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

प्रेस की कलम से....

बारिश के बीच भी शिविर में पहुंचे आवेदक

ट्रैक्टर से नदी पार कर पहुंचे सरकार के नुमाइंदे

राज्य के 4.90 लाख बच्चों को मिली साइकिल की राशि

अबुआ आवास के लिए शिविरों में उमड़ी भीड़

सरकार आपके द्वार में आवेदनों की लगी झड़ी

ऑन स्पॉट मामलों का निपटारा

जरूरतमंदों को योजनाओं से सबल बना रही सरकार

जनसमस्याओं का मौके पर निपटारा

कार्यक्रम में आवेदनों का ऑन स्पॉट निष्पादन

किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुकों की संख्या पहुंची 22 लाख

80187 लाभुकों के बीच 132.74 करोड़ रु. की परिसंपत्तियां बांटीं, सीएम ने कहा - जिनके पास घर नहीं उन्हें मिलेगा अबुआ आवास

घर तक आयी सरकार, योजनाओं का लाभ लें

किसानों और महिलाओं को मिला योजनाओं का लाभ

সম্পাদকীয়

হামাসকে কি সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব!

বিশেষজ্ঞদের এক কথায় উত্তর, 'না'। বরং তাদের বক্তব্য, ইসরায়েল অভিযান চালিয়ে হামাস নেতাদের মারতে পারে। কিন্তু তাদের মতাদর্শ ধ্বংস করা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞদের একটি বড় অংশের বক্তব্য, রাজনৈতিক সমাধানই এই সংঘাত শেষ করার একমাত্র রাস্তা। কিন্তু ইসরায়েলের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু থেকে শুরু করে সরকারের প্রায় সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা একাধিকবার জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য হামাস নেতাদের নির্মূল করা। সম্প্রতি নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, হামাস নেতারা যদি আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে তাদের প্রাণভিক্ষা দেয়া হবে। ইসরায়েলি টেলিভিশন

চ্যানেলগুলিতেও বার বার একটি স্লোগান দেখাচ্ছে 'টুগেদার উই উইন' অর্থাৎ, আমরা একসঙ্গে লড়ে জিতব। কিন্তু সত্যিই কি এই বিজয় সম্ভব? বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ মনে করছেন না। ৭ অক্টোবরের ঘটনার পর থেকে ইসরায়েল গাজা স্ট্রিপে লাগাতার বোমাবর্ষণ করে চলছে। সেনাবাহিনী সেখানে অভিযান চালাচ্ছে। প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ বসবাস করেন এই গাজা স্ট্রিপে। কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। বহু হামাস নেতারও মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এইভাবে হামাসকে খতম করা সম্ভব নয়। কারণ, হামাস কেবলমাত্র একটি জঙ্গি সংগঠন নয়। জার্মান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের বিশেষজ্ঞ গুইডো স্টেইনবার্গের বক্তব্য, গাজা স্ট্রিপে অন্তত ২০ থেকে ৩০ হাজার হামাস যোদ্ধা আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, গাজা স্ট্রিপের মানুষ হামাসকে সমর্থন করে। তাদের কাছে হামাস একটি সামাজিক সংগঠন। যারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে। ২০০৭ সাল থেকে গাজা স্ট্রিপ পরিচালনা করছে হামাস। দাওয়াহ বলে তাদের একটি সামাজিক সংগঠন আছে। এই দাওয়াহতে কাজ করে অন্তত ৮০ থেকে ৯০ হাজার মানুষ। তারা যোদ্ধা নন, ভল্যান্টিয়ার। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব স্টাডিসের অধ্যাপক রশিদ খালিদি জানিয়েছেন, ''ইসরায়েল গাজা স্ট্রিপে অভিযান চালাচ্ছে, এর ফলে সেখানে হামাস নেতাদের মারা সম্ভব কিন্তু হামাসের রাজনৈতিক অবস্থান এবং মতাদর্শকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়।'' খালিদির বক্তব্য, অভিযান চালিয়ে হামাসের নেতাদের ইসরায়েল খতম করতে পারে কিন্তু হামাসের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থানকে ধ্বংস করতে পারবে না। ফলে রাজনৈতিক সমাধানই এই সংঘাত শেষ করার একমাত্র রাস্তা।

জেএনইউতে বিক্ষোভ দেখালে জরিমানা বা বহিষ্কার

নতুন নির্দেশিকা জারি জেএনইউতে। বিক্ষোভ দেখালে, দেওাললেখা বা গ্রাফিটি করলে বড় জরিমানা, এমনকী বহিষ্কারও।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়(জেএনইউ)তে যে কোনো ধরনের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে কড়া নিয়ম চালু করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরের অফিসের তরফে জারি করা নতুন ম্যানুয়ালে বলা হয়েছে, প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত কোনো ব্লকের একশ মিটার বা ৩২৮ ফুটের মধ্যে কোনোরকম বিক্ষোভ দেখানো চলবে না। ধরনা, অনশন, দেওয়াল লেখা, পোস্টার লাগানো, একজোট হয়ে দরাদরি করার চেষ্টাসহ যে কোনো ধরনের বিক্ষোভের উপরেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপক বা কর্মীর বাড়ির কাছেও প্রতিবাদ জানানো যাবে না। যদি কেউ নিষেধাজ্ঞা না মানেন, তাহলে ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে অথবা কর্তৃপক্ষ চাইলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাস্টিকেট করতে পারে অথবা দুইটি সেমিস্টার পর্যন্ত বহিষ্কার করতে পারে। যদি দেশবিরোধী কোনো স্লোগান দেয়া হয়, জাতপাত, ধর্মবিরোধী স্লগান ওঠে, তাহলে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

রিয়া বোস
প্রাবন্ধিক

চিফ প্রোক্টরের অফিসের তৈরি করা এই ম্যানুয়ালকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গত ২৪ নভেম্বর অনুমোদন দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আগাম অনুমতি ছাড়া ক্যাম্পাসের ভিতরে নবীনবরণ, বিদায় সম্বর্ধনা, ডিজে পার্টি সহ কোনোরকম পার্টি কর যাবে না। এই ধরনের পার্টি করলে ছয় হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে বা জেএনইউর কমিউনিটি সার্ভিসে অংশ নিতে হবে।

জেএনইউর ভাইস চ্যান্সেলর শান্তিশ্রী পণ্ডিত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানিয়েছেন, ''নতুন কোনো নিয়ম চালু করা হচ্ছে না। এই নিয়মগুলি ১৯৬৯ সাল থেকেই চালু আছে। সেগুলি একটু ফাইন টিউনিং করা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশের পর সেগুলিকে আইনগত দিক থেকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে।''

বিনা অনুমতিতে ক্যাম্পাসে নবীনবরণসহ অন্য পার্টি করলে ছয় হাজার টাকা জরিমানা প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেছেন, ''নবীনবরণে মাদক ও মদ ছিল। নয় মাস আগে নর্মদা হস্টেলে জন্মদিনের পর্টিতে সহিংসতা হয়েছিল। ক্যাম্পাসে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা আমার দায়িত্বের উপরে পড়ে।''

চিফ প্রোক্টর জনার্দন ঝা বলেছেন, ''এই নথি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অনুমোদন করেছে।'' কিন্তু ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্ট বলছে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ও অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ব্রহ্মপ্রকাশ সিং জানিয়েছেন, ''কাউন্সিলের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে ঠিকভাবে আলোচনা হয়নি এবং উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ দেয়ার শেষদিন ছিল ১২ ডিসেম্বর।''

ছাত্র ইউনিয়নের বক্তব্য

জেএনইউএসইউ এই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছে। একটা বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, ''এই নির্দেশিকার অর্থ, খোলাখুলি আলোচনা, বিরোধ, বিক্ষোভ, যৌক্তিক মতবিনিময় বন্ধ করে দেয়া। বিক্ষোভ দেখালেই জরিমানা বা শাস্তি দেয়া। এমনকী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন, কোনো ছাত্রের আচরণ অনৈতিক, তাহলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে।''

তারা বলেছে, ''পড়ুয়ারা ঐক্যবদ্ধ থেকে যেন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। জেএনইউ ভয়হীন চিন্তাভাবনা, পড়াশুনোয় সর্বোচ্চ মানে পৌঁছনো এবং মৌলিক চিন্তাভাবনার জন্য বিখ্যাত। সেসবের মূলে আঘাত করার চেষ্টা চলছে।''

জেএনইউতে বহিরাগতদের কার্যকলাপের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে পড়ুয়ারা। জেএনইউতে বহিরাগতদের কার্যকলাপের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে পড়ুয়ারা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র সুদেশ বর্মা ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''প্রশাসনিক ব্লক, ক্লাসরুম, শিক্ষকদের বাসস্থানের সামনে প্রতিবাদ করা মানে অন্যের অসুবিধা করা। প্রতিবাদ জানানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা করে দেয়া উচিত। যেখানে কারো অসুবিধা না করে প্রতিবাদ জানানো যাবে।'' সুদেশ বলেছেন, তারা যখন ছাত্র ছিলেন, তখন প্রতিবাদ হতো। কিন্তু এখন বিক্ষোভের চরিত্র বদলেছে। তা অনেক বেশি কট্টর রূপ নিয়েছে। সেটাও দেখতে হবে। দিল্লির প্রবীণ নাট্যপরিচালক সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''মুক্ত চিন্তা ও প্রতিবাদের জায়গা অবশ্যই থাকতে হবে। ভারতের প্রমুখ বিস্ববিদ্যালয়ে এভাবে প্রতিবাদ বন্ধ করার চেষ্টা ঠিক নয়। এভাবে বিক্ষোভ আটকানো সম্ভব বলেও আমার মনে হয় না। এটা মাথায় রাখা দরকার যে, পড়য়ারা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদী হন।''জেএনইউর এক অধ্যাপকের সঙ্গে ডিডাব্লিউ যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেছেন, প্রশাসনিক ব্লকের সামনে প্রতিবাদ দেখানো যাবে না বলে হাইকোর্ট আগেই জানিয়েছিল। এখন তার পরিধি অনেকখানি বাড়ানো হলো। জেএনইউতে প্রতিবাদের, বিক্ষোভের একটা ঐতিহ্য আছে। এটা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

শয্যা নেই, 'রেফার' রোগে বাড়ছে রোগীর হয়রানি

পায়েল সামন্ত

রাজ্যের সেরা হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করাতে বেগ পেতে হচ্ছে বিধায়ককে। এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে।

রোগীর তুলনায় শয্যার সংখ্যা কম। এর ফলে মরণাপন্ন রোগীকেও ভর্তি করাতে হিমশিম খাচ্ছে পরিবার। তার উপর কেন দুর্নীতিতে অভিযুক্তরা দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গের সেরা হাসপাতাল এসএসকেএমে থাকছেন, তা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে।

হয়রান বিধায়ক

মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে রোগী ভর্তি ঘিরে ক্ষোভবিক্ষোভ দেখা যায়। এমনই অভিজ্ঞতা মুখে নদিয়ার চাকদহের বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ। তিনি এক যুবককে ভর্তি করাতে এসে কয়েকদিন ধরে ঘুরছেন এসএসকেএমে।

বিজেপির যুবকর্মী ৩২ বছরের মিলন বিশ্বাস ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত। জেলায় চিকিৎসা না হওয়ায় তাকে 'রেফার' করা হয় কলকাতায়। শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করালে ইতিমধ্যেই বিল ১০ লক্ষের আশেপাশে পৌঁছেছে বলে দাবি পরিবারের। এই পরিস্থিতিতে মিলনকে এসএসকেএমে ভর্তি করানোর উদ্যোগ নেন বিধায়ক।

কিন্তু যুবককে এখানে ভর্তি করাতে বেগ পেতে হচ্ছে বিধায়ককে। বঙ্কিমের বক্তব্য, আমি একজন জনপ্রতিনিধি। আমাকেই যদি এখানে এভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়, তা হলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা! কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরও কাজ হয়নি।

এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের দাবি, বেসরকারি হাসপাতাল থেকে আসা রোগীর জন্য আইসিইউয়ে আট শতাংশের মতো শয্যা বরাদ্দ থাকে। আবেদনের ভিত্তিতে পরপর শয্যা দেয়া হয়। বিধায়কের আবেদন গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কোনো রোগীকে শয্যা থেকে সরিয়ে জায়গা করে দেয়া সম্ভব নয়।

শয্যা অমিল

গত শনিবার এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। হাওড়ার বাসিন্দা আকলিমা বিবিকে শুক্রবার 'রেফার' করা হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালে। এখানে শয্যা মেলেনি। তাকে 'রেফার' করা হয় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেও একই পরিস্থিতি।

ফের আকলিমাকে নিয়ে এসএসকেএমে আসেন পরিজনরা। আউটডোরে দেখানো হলে চিকিৎসক জানান, ভর্তির প্রয়োজন নেই। পরিবারের দাবি, এরপর বাড়ি ফেরার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন আকলিমা এবং তার মৃত্যু হয়।

শুধু এসএসকেএম নয়, কলকাতার অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে মাঝেমধ্যেই রোগী ভর্তি নিয়ে এমন সমস্যা নজরে আসে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার রোগীকে নিয়ে এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে ছুটে বেড়ায়।

শাসক শিবিরে ক্ষোভ

তৃণমূল বিধায়ক ও রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী মদন মিত্র এসএসকেএমের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। কিছুদিন আগে এক রোগীকে ভর্তি করতে এসে তিনিও নাকাল হন। ক্ষোভে মদন বলেছিলেন, 'সে নো টু পিজি'। এখন এই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন মদন সপ্তাহ দুয়েক আগে এসএসকেএমে 'দালালরাজ' নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন।

বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের মুখে একই ধরনের অভিযোগ শোনা গিয়েছে। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে রোগীকে ভর্তি করাতে পারেননি তিনি। শতাব্দীর বক্তব্য, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সদুত্তর না মেলায় রোগীকে নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে হয়। তিনি বঙ্কিম ঘোষের মতোই বলেছেন, জনপ্রতিনিধির এই অবস্থা হলে আমজনতার কী হবে?

শুধু ভর্তি নয়, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রশ্ন তুলেছেন। বিদেশ সফর পায়ে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী। গত অক্টোবরে তার চিকিৎসা হয় এসএসকেএমে। তিনি পরে বলেন, আমার ইনফেকশনটা সেপটিক টাইপের হয়ে গিয়েছিল ভুল চিকিৎসার জন্য।

'রেফার' রোগ

জেলা থেকে যথেচ্ছ রোগীদের 'রেফার' করা হচ্ছে বলে সমস্যা বাড়ছে বলে অনেকের মত। এই সমস্যা কাটাতে স্বাস্থ্যভবন দুটি তালিকা জারি করে বলে, কোন চিকিৎসা জেলায় করা হবে ও কোনটি কলকাতায় করা জরুরি। যদিও 'রেফার'-এর প্রবণতা রয়ে গিয়েছে।

এসএসকেএমের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ও তৃণমূল বিধায়ক ডা. সুদীপ্ত রায় বলেন, ''সরকারি হাসপাতালে এখন উন্নত চিকিৎসা মিলছে। তাই প্রচন্ড ভিড় হচ্ছে। এসএসকেএমে আউটডোরে রোজ ১০ থেকে ১২ হাজার রোগী আসেন। ভর্তিযোগ্য সব রোগীর জন্য বেডের সংকুলান করা যাচ্ছে না। হাসপাতালের পরিসর বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই জেলার হাসপাতালগুলিকে উন্নত করার চেষ্টা চলছে। সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডা. সজল বিশ্বাস বলেন, জেলা হাসপাতালে সব রোগের চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই। তাই পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে, নইলে প্রয়োজনে রেফার করতেই হবে। রোগীকে তো আর জেলায় রেখে মেরে ফেলা যায় না! পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও রেফার হলে খতিয়ে দেখা দরকার।

রাজনৈতিক 'আশ্রয়'

বিরোধীরা হাসপাতালের 'রাজনৈতিক ব্যবহার' নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। নিযোগে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র এসএসকেএমে ভর্তি রয়েছেন। তাকে কেন শিশুদের জন্য বরাদ্দ কার্ডিওলজির শয্যা দেয়া হয়েছে, তা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন কর্তৃপক্ষ। বঙ্কিম ঘোষের বক্তব্য, ''সুজয়কৃষ্ণের মতো দুর্নীতিতে অভিযুক্তরা আশ্রয় পাচ্ছেন হাসপাতালে। প্রকৃত রোগীদের বঞ্চিত করে তাদের বেড দেয়া হচ্ছে।'' শাসক শিবিরের মতে, চিকিৎসার প্রয়োজনে কাউকে আইসিইউতে রাখা হতেই পারে। ভদ্র যখন শিশুদের শয্যায়, সে সময় খবর আসে, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ২৪ ঘন্টায় নয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সেখানে শিশু রোগীর প্রচুর চাপ। এই শিশুদের একজন কি এসএসকেএমের শয্যায় ঠাঁই পেতে পারত না? প্রশ্ন উঠছে।

সাময়িকী

পোল্যান্ডে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের বিদায়

সোমবার পোল্যান্ডে রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে ইউরোপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ডনাল্ড টুস্কের নেতৃত্বে সে দেশ আবার গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পথে ফিরে যাবে, এমন আশা বাড়ছে।

সোমা রায়
প্রাবন্ধিক

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সোমবার রাতে পোল্যান্ডে রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে ইউরোপের বড় অংশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। উগ্র জাতীয়তাবাদী পিস পার্টির আট বছরের শাসনকালের অবশেষে সমাপ্তি ঘটলো। একের পর এক বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়ে এই দল পোল্যান্ডের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও আইনের শাসন দুর্বল করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছিলো। ফলে কোটি কোটি ইউরো অংকের ইইউ অনুদান এতকাল আটকে ছিল। গত ১৫ই অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েও বিতর্কের পথ ছাড়ে নি পিস পার্টি। সেই দলেরই অতীত সদস্য ও বর্তমানে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আনজেই দুদা নির্বাচনে জয় সত্ত্বেও বিরোধী জোটকে প্রথমে সরকার গড়ার সুযোগ দেন নি। তিনি দ্রুত রাজনৈতিক পালাবদলের বদলে প্রহসনের পথ বেছে নিয়ে পিস পার্টির প্রধানমন্ত্রী মাটেউশ মোরাভিয়েৎস্ককে আবার সরকার গড়তে বলেন। সংবিধান অনুযায়ী সরকার গঠনের দুই সপ্তাহের মধ্যে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে গিয়ে সোমবার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করেন মোরাভিয়েৎস্ক। সে দিনই বিরোধী জোটের নেতা ও ইইউ সরকার পরিষদের প্রাক্তন প্রধানডনাল্ড টুস্ক সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন।

সংসদের সমর্থনের পর টুস্ক 'নতুন ও সুন্দর' পোল্যান্ডের প্রতি আস্থার জন্য সবার প্রতি ঋণ স্বীকার করেন। তিনি 'ঐতিহাসিক' পরিবর্তনের উল্লেখ করেন। তবে আস্থা ভোটে টুস্কের জোটের জয়ের পর পিস পার্টির নেতা ইয়ারোস্লাভ কাচিনস্কি তাঁকে 'জার্মান এজেন্ট' বলে ভর্ৎসনা করেন। নির্বাচিত জোটের প্রতি সমর্থন দেখাতে পোল্যান্ডের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও নোবেলজয়ী নেতা লেখ ভাউয়েসা সংসদে উপস্থিত ছিলেন। পোল্যান্ডে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বাতাস সত্ত্বেও পিস পার্টির আমলে নেওয়া বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলি আবার প্রত্যাহার করা যে সহজ হবে না, সোমবারই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। দেশের সাংবিধানিক ট্রাইবুনাল এক রায় অনুযায়ী নতুন সরকার যদি সংস্কার আনতে আইন অনুমোদন করে, সেই সিদ্ধান্ত হবে অসাংবিধানিক। টুস্কের মতো ইউরোপপন্থি নেতা পোল্যান্ডের হাল ধরলেও আইনি সংস্কার না করলে ইইউ তহবিলের নাগাল পাওয়া যাবে না। পিস আমলে নিযুক্ত ট্রাইবুনালের বিচারপতিরা এবং সেই শিবিরেরই প্রেসিডেন্ট দুদা ভেটো শক্তি প্রয়োগ করে টুস্কের উদ্যোগ বানচাল করতে পারেন। এমন কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও ইউরোপীয় নেতারা আন্তরিকভাবে ডনাল্ড টুস্ককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইইউ কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিও আছেন।

জানা অজানা

এসোসিয়েশন অফ এক্স - পুলিশ পার্সোনেলএর সভা

এসোসিয়েশন অফ এক্স - পুলিশ পার্সোনালএর প্রথম সাধারণ সভা ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩এ বারাকপুরে অমৃত আশ্রমে অনুষ্ঠিত হলো। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এসোসিয়েশনএর আজীবন সদস্যরা 'এসোসিয়েশন অফ এক্সপুলিশ পার্সোনেল' নামে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য হলো সমস্ত রকম (পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা সহ যে কোনো রাজ্যের) অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীদের দাবী ও ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য লড়াই করা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অশোক আইচ ও সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস বলেন, আমাদের এই সংগঠন শুধু অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী আদায় করার চেষ্টা করবে না। তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য অনেক সামাজিক কাজও করবে।

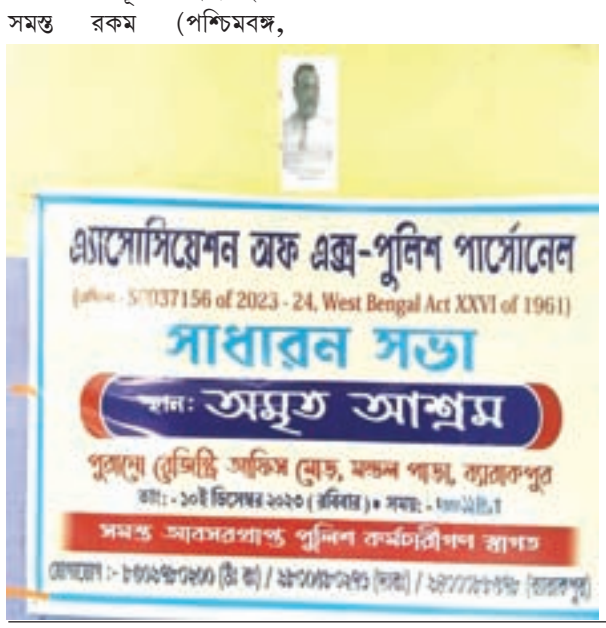

পাঠকের চিঠি

সুইজারল্যান্ডে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত দুই

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ওই বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। আক্রমণের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। দক্ষিণ সুইজারল্যান্ডের সিয়নে সোমবার আক্রমণ চালায় এক বন্দুকধারী। গুলিতে দুই জনের মৃত্যু হয় এবং একজন আহত হন। স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে ওই বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তার করেছে সুইস পুলিশ। তবে কেন ওই বন্দুকধারী আক্রমণ চালালো, তা নিয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো কারণ জানাতে পারেনি পুলিশ। সোমবার সকাল সোয়া সাতটা নাগাদ পুলিশ প্রথম ওই বন্দুকধারীর বিষয়ে জানতে পারে। একটি পার্কিং লটে আহত এক ব্যক্তি প্রথম পুলিশকে এ বিষয়ে তথ্য দেন। এরপর ৩৪ বছরের এক নারীকে কাছেই নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ৪১ বছরের এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ৪৯ বছরের এক ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় মেলে। পুলিশের বক্তব্য, ওই বন্দুকধারী এলোপাথারি গুলি চালায়নি। সে জানতো কাদের হত্যা করতে চায়। বস্তুত, বন্দুকধারী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় পুলিশ। তারই ভিত্তিতে দুপুরের মধ্যেই তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। সেন্ট লিওনার্ড অঞ্চলের বাসিন্দা ওই বন্দুকধারী। তার বিরুদ্ধে হত্যার মামলা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা ছিল, ওই ব্যক্তি তার নিজের গাড়িতে পালাচ্ছে। তার সঙ্গে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলেও সকলকে সতর্ক করেছিল। ঘটনাস্থলেও পুলিশ ব্যারিকেড লাগিয়ে দেয়। যে পথে ওই ব্যক্তি পালাচ্ছে বলে পুলিশ মনে করেছিল, সে রাস্তায় প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। শেষপর্যন্ত ওইভাবেই বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে সংবাদমাধ্যমে ওই বন্দুকধারীর সমস্ত তথ্য দেয়া হয়নি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।এই হানাহানির শেষ কোথায়।

ওয়াশিম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকে আদালতে হাজির এসআইটির, দুই দিনের হেফাজতের নির্দেশ

দুই দিনের এসআইটির হেফাজতে ওয়াহিদা বেগমও, বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাকেশ দাস, এসআইটির জেরা ব্যাহত এপি-এস দীপঙ্কর দত্ত লহকর, এসি-এস ধীরাজ কুমার জৈন এবং এপি-এস অমিত রাজ চৌধুরীকে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ শিলচর থেকে আটক করে নিয়ে আসা এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেপ্তার করেছে এসআইটি। তবে শুধুমাত্র গ্রেফতার করাই নয়, তাকে আদালতে হাজির করানো হয়েছে। আদালত নন্দবাবু সিংহকে দুই দিনের এসআইটি হেফাজতের প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে। এরই পাশাপাশি নগাঁও এর কর অধিক্ষক হিসাবে কর্মরত থাকা এসিএস ওয়াহিদা বেগমকেও দুই দিনের এসআইটি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাছাড়া গোলাঘাটে কর্মরত এসিএস রাকেশ দাসকে পুনর আদালতে হাজির করানোর পর তাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতের পাঠানো নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তাছাড়া মহানগরের সিআইডি ডি কার্যালয়ে করিমগঞ্জ ক্রাইম ব্রাঞ্চে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত এপিএস অমিত রাজ চৌধুরী, এপিএস দীপঙ্কর দত্ত লহকর এবং এসিএস ধীরাজ কুমার জৈনকে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এসআইটি। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পূর্বে জারি করার নির্দেশ অনুযায়ী নন্দবাবু সিংহের কোন না তথা করিমগঞ্জ জেলার এডিসি হিসাবে কর্মরত এসিএস মিনার্ভা দেবীকে জেরা করা হয়নি।

বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনে নাম উল্লেখ থাকা অনুযায়ী এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকে ইতিমধ্যে শিলচর থেকে তুলে গতকাল গুয়াহাটি মহানগরে নিয়ে এসে জেরা শুরু করেছিল এসআইটি। তবে এর মধ্যে সোমবার তাকে আদালতে হাজির করানোর পর দুই দিনের জন্য তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে তদন্তকারী সংস্থাটি। তাছাড়া এসআইটির নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার সকালেই সিআইডি কার্যালয় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন করিমগঞ্জ ক্রাইম ব্রাঞ্চে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত এপিএস অমিত রাজ চৌধুরী, কাছাড় অসম পুলিশের ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত এপিএস দীপঙ্কর দত্ত লহকর এবং গুয়াহাটিতে নির্বাচন কার্যালয়ে কর্মরত থাকা এসিএস ধীরাজ কুমার জৈন। এই তিনজন অফিসারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জেরা করেছে এসআইটি। উল্লেখ্য এপিএসসির মেইনস

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হননি এসিএস ধীরাজ কুমার জৈন। একইভাবে এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এপিএস অমিত রাজ চৌধুরী যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। অবশেষে এপিএসসির তৎকালীন অধ্যক্ষ রাকেশ পালের আশীর্বাদ পেয়ে তার নম্বর ৭১৪ এর পরিবর্তে ৮৫৪ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনের উল্লেখ থাকা ৩৭ জন অফিসার এপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এদিন জেরার জন্য উপস্থিত হওয়া তিনজন অফিসারকে তাদের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এসআইটি। পরবর্তীকালেও তদন্তকারী সংস্থাটি জালিয়াতি করে এপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তথা প্রতিবেদনে নাম উল্লেখ থাকা প্রতিজন প্রার্থী তথা অফিসারের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানা গেছে।

মূলত সেই সময়ে এপিএসসির অধ্যক্ষ রাকেশ পালের সঙ্গে মিলে তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহ ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছেন বলে তদন্তকারী সংস্থাটি তথ্য আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। নন্দবাবু সিংহের এর বিরুদ্ধে একাধিক প্রার্থীর নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি এপিএসসির ৪০০০০ থেকে ৪৫০০০ উত্তর বই এবং বিভিন্ন নথিপত্র নন্দবাবু সিংহ জ্বালিয়ে দিয়েছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। যেহেতু এপিএসসির স্ট্রং রুমের দরজার চাবি তার কাছে ছিল। ফলে এই সুযোগ নিয়ে রাকেশ পালের যাবতীয় দুর্নীতির ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে এপিএসসির স্ট্রং রুমের দরজা পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলেন তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহ। তিনি বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার ঠিকা নিয়েছিলেন। এমনকি নিজের কন্যা মিনার্ভা দেবীকে কৌশলগত ভাবে এপিএসসির চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে নন্দবাবু সিংহ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মূলের নাগরিক থাকা নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কংগ্রেসের গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈর মধ্যে টানাটানি চলছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

বিজেপি নিজেদের প্রার্থীর মাধ্যমে প্রচন্ড প্রত্যাহ্বান দেবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার কংগ্রেসের শুরু হয়েছে প্রার্থী কেন্দ্রিক সংঘাত। নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে এবার কংগ্রেসের বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈকে টেক্কা দিয়ে সেখানে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাংসদ গৌরব গগৈ। তবে এক্ষেত্রে ফেরে একবার তীব্র প্রতিক্রিয় প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মূলের নাগরিক থাকা নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কংগ্রেসের গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈর মধ্যে টানাটানি চলছে। তবে বিজেপি এতো সহজে ছেড়ে দেবে না। নিজেদের প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি প্রচন্ড প্রত্যাহ্বান জানাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত রাজ্যে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের পর বর্তমান সাংসদ হয়ে থাকা গৌরব গগৈর কলিয়াবর কেন্দ্র প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাছাড়া কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্রের নতুন নাম কাজিরাঙ্গা বলে ঘোষণা করে আগের কেন্দ্রের বহু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা নগাঁও স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর কাছে কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দিতা করার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার পরেই সাংসদ গৌরব গগৈ নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের প্রতি নজর দিয়েছেন। তবে এই কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ সমানভাবে নিজের কেন্দ্র আঁকড়ে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রদেশ কংগ্রেসের থেকে তার ক্ষেত্রে সেইভাবে সাড়া পাচ্ছেন না প্রদ্যুৎ বরদলৈ।

নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের এই পরিস্থিতি সংক্রান্তে ফের একবার সরব হয়ে উঠেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তামুলপুরে বিজেপির বিশাল কর্মকর্তার সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মতবিনিময়ে তিনি বলেন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ব্যক্তি রয়েছে বলে কংগ্রেসের গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সংক্রান্তে টানাটানি চলছে। অথচ অন্যান্য লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে কোনো আকর্ষণ নেই কংগ্রেসের এই দুই নেতার। মঙ্গলদৈ ওদালগুড়ি, গুয়াহাটি, বরপেটা, ডিব্রুগড়, তেজপুর, লক্ষিমপুর লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে কোনো কংগ্রেস নেতার নাম উচ্চারিত হচ্ছে না। শুধুমাত্র নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে কংগ্রেসের গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈ কাড়াকাড়ি করছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন কংগ্রেসের দুই নেতার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া এই টানাটানির প্রধান কারণ নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ব্যক্তি রয়েছে। মূলত এই কেন্দ্রের অধীনে ধিং, রূপহী, লাহরীঘাট এলাকা থাকার জন্য গৌরব গগৈ এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈর মধ্যে কংগ্রেসের লোকসভা নির্বাচনের টিকেট নিয়ে ঝগড়া চলছে। তাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে। কারণ অন্যান্য কেন্দ্রে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী ব্যক্তি নেই। শুধুমাত্র ধিং, রূপহী, লাহরীঘাট এলাকা থাকার জন্য তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করবে। এর ফলে অন্যান্য লোকসভা কেন্দ্রের প্রতি কংগ্রেসের কোনো ধরনের আকর্ষণ নেই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন তার শুনা অনুসারে গৌরব গগৈকে বহু ব্যক্তি অনেক বড় নেতা বলে অভিহিত করেন। ফলে তার এতো যদি সাহস থাকে তাহলে তিনি নিজের ছয়টি লোকসভা কেন্দ্র ত্যাগ করে তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে কেন নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছেন এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্রে তার আগের কলিয়াবার কেন্দ্রে ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। অথচ সেখান থেকে বাদ পড়ে যাওয়া তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ ধিং, রূপহী, লাহরীঘাট নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে চলে আসার পরেই এবার তিনি এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছেন। এটা কেন। অর্থাৎ যেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটার রয়েছেন সেখানে কংগ্রেস জয়লাভ করতে পারে বলে ভাবে এবং সেখানেই কংগ্রেসের প্রার্থীরা যান। নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের প্রতি গৌরব গগৈর আকর্ষণ এটাই প্রমাণিত করছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

অগ্রগামী মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে মিছিল ও সভার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হলো কোটশিলায়

বিশাখা মাহলী

পুরুলিয়া ঃ সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের পুরুলিয়া জেলা অগ্রগামী মহিলা সমিতির পুরুলিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হলো কোটশিলাতে। দলীয় পার্টি অফিস প্রাঙ্গনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এর মূর্তিতে মাল্য দানের মধ্য দিয়ে মিছিল সংঘটিত হয়। শেষে একটা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায় ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই দিনটিকে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৯৩ সালে ভারতে মানবাধিকার আইন চালু হয় এবং গঠিত হয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। জেলা সভানেত্রী পুষ্প মাহাতো বলেন অগ্রগামী মহিলা সমিতি মনে করে আজও দেশে মানবাধিকার সুরক্ষিত নয়, তাই মানবাধিকার রক্ষার পথে সকলকে একত্রিত হয়ে দাবি আদায়ে আন্দোলনের প্রযোজন। এদিন সংগঠনের সভানেত্রীর পাশাপাশি জেলা সম্পাদিকা সুজাতা সিন্থা সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

টুকরো খবর

জালিয়াতি করে এনআরসিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কড়া মনোভাবের পর এবার কা আন্দোলন নিয়ে তৎপরতা শুরু বিরোধীপক্ষের

কংগ্রেস সহ ১৫ টি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে কা বিরোধী প্রতিবাদী সভার আয়োজন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ এনআরসি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তৎপর হয়ে ওঠার পরেই এবার পাল্টা তৎপরতা শুরু করেছে বিরোধীপক্ষ। মূলত এনআরসি সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রীর যেকোনো ধরনের পদক্ষেপে বাধা দেওয়ার স্বার্থে এক অভিনব কৌশল নিয়ে বিরোধীপক্ষ এবার কা আন্দোলনের বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করেছে। তবে বিষয়টি শুধুমাত্র উত্থাপন করাই নয়, কংগ্রেস সহ ১৫ টি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে গুয়াহাটি মহানগরে মঙ্গলবার কা বিরোধী প্রতিবাদী সভার আযোজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে এনআরসির পুনঃনিরীক্ষণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই বিরোধীপক্ষ আচমকা কা আঃন্দোলন নিয়ে মেতে উঠেছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত শহীদ দিবস উপলক্ষে নিজের বক্তৃতা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন জালিয়াতি করে ভুয়া নথিপত্রের মাধ্যমে এনআরসিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করা ব্যক্তিদের সাবধান হওয়ার সময় এসে গেছে। তিনি বলেছেন এনআরসিতে যারা জালিয়াতি করে নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে জালিয়াতি করার তথ্য প্রকাশ করার মাধ্যমে তাদের নামগুলো কর্তন করার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে সরকার প্রচেষ্টা করবে। এই সংক্রান্তে প্রযোজনীয় তৎপরতা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই সরব হয়ে উঠেছে বিরোধীপক্ষ। বিশেষ করে কংগ্রেস এবং বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এনআরসির পুনঃনিরীক্ষণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। তবে এবার এক্ষেত্রে অন্য কৌশলের মাধ্যমে এগিয়ে এসেছে রাজ্যের ১৫ টি রাজনৈতিক দলের মিত্র জোট বিরোধী ঐক্য মঞ্চ। মূলত এনআরসির পুনঃনিরীক্ষণের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে বাধাপ্রদানের উদ্দেশ্যে এবার ১৫ টি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে কা বিরোধী প্রতিবাদী সভার আযোজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর মহানগরের গুয়াহাটি কমার্স কলেজের নিকটে থাকা শিক্ষক ভবনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান তথা কা বিরোধী প্রতিবাদী সভা। এই সভায় বিজেপি বিরোধী দলগুলোর নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। কংগ্রেস সহ বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৫ টি রাজনৈতিক দলের নেতারা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। কা আন্দোলনে শহীদ হওয়া পাঁচজনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর পাশাপাশি সেদিন রাজ্যজুড়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শাসক পক্ষ বিজেপিকে সমালোচনা করে বিরোধী পক্ষের তরফে বলা হচ্ছে নামঘরে নামঘরে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে প্রতিবাদী কন্ঠ স্থবির করতে পারবে না সরকার। ফলে কা বিরোধী প্রতিবাদী সভা এবং এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি বিরোধী পক্ষের মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয়েছে। মূলত জালিয়াতি করে এনআরসিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করা বিষয়টিতে পুনঃনিরীক্ষণের যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন সেটার ক্ষেত্রে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিরোধীপক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই প্রচেষ্টা শুরু করেছে বলে শাসক পক্ষের একাংশ মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিরোধীপক্ষ যেকোনোভাবে এনআরসির পুনঃনিরীক্ষণের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে বাধা দিতে চাইছে বলে শাসক পক্ষ মনে করছে।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজসু সহায়তা কেন্দ্র নামে অ্যাপ লাঞ্চ করলেন আজসু সুপ্রিমো সুদেশ মাহাতো

পুরুলিয়া (বিশাখা মাহলি) ঃ পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত তুলিনের হাটবাগানের কাছে আজসু পার্টির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সভাতে আকর্ষণীয় হিসাবে আজসু সহায়তা কেন্দ্র নামে এক অ্যাপ লাঞ্চ করেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা আজসু সুপ্রিমো সুদেশ মাহাতো। সাথেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেন এদিন। সুদেশ মাহাতো বলেন এই অ্যাপ প্লেস্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে কম্পিউটার, সেলাই, বিউটি পার্লার, মোবাইল রিপিয়ারিং সহ বিভিন্ন কোর্স বা কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। যদিও আজসুর ক্ষমতা বৃদ্ধি মানতে নারাজ বিজেপির পুরুলিয়া জেলা নেতৃত্ব। তবে সুদেশ মাহাতোর যেভাবে ঝাড়খন্ড লাগুয়া পুরুলিয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচারপ্রসার তাঁতে আগামী ২০২৪ লোকসভা ভোটেও আজসুর ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে বেশ গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে সুদেশ মাহাতো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আজসু পার্টির পুরুলিয়া জেলার সভাপতি অতুল চন্দ্র মাহাতো, রাজ্য কনভেনার অজয় মাহাতো ও সুভাষ মাহাতো, জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্বুজ মাহাতো, জেলার সহ সভাপতি তুফান মাহাতো, ঝালদা ১ নং ব্লকের সভাপতি রাজেশ মাহাতো, সম্পাদক বিনয় গোস্বামী, অঞ্চল সভাপতি কার্তিক মাহাতো সহ তুলিনি অঞ্চল আজসু পার্টির নেতা কর্মী ও সমর্থকরা।

এবার বক্সিং ডে টেস্টে ওয়ার্নকে স্মরণ করা হবে যেভাবে

মেলবোর্নঃ মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) বক্সিং ডে টেস্টে দর্শকদের বিনা মূল্যে হৃৎপণ্ডের পরীক্ষা করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২৬ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া দ্বিতীয় টেস্টে কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নকে স্মরণ করতেই এমন উদ্যোগ। হৃদ্‌রোগ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সচেতনা বাড়াতে সম্প্রতি শেন ওয়ার্ন লিগ্যাসি (এসডব্লিউএল) নামের একটি ফাউন্ডেশন গঠন করেছেন ওয়ার্নের তিন সন্তান সামার, জ্যাকসন ও ব্রুক। এসডব্লিউএলের সঙ্গে এমসিজিতে বক্সিং ডে টেস্টে যৌথভাবে বিনা মূল্যে হৃৎপণ্ড পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ২০২২ সালের মার্চে থাইল্যান্ডে ৫২ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে মারা যান টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক ওয়ার্ন। তাঁর ঘরের মাঠ এমসিজিতে গত বছরও স্মরণ করা হয়েছিল তাঁকে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচে বেলা ৩টা ৫০ মিনিটে ওয়ার্নের ৩৫০ নম্বর ক্যাপের স্মরণে খেলা বন্ধ করা হয়েছিল। এবার ওই সময়ে ওয়ার্নের স্মরণে সমর্থকদের সাদা ফ্লপি হ্যাট তুলে ধরতে অনুরোধ করা হয়েছে। গতবারের মতো এবারও সমর্থকদের সাদা হ্যাট পরে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। এর বাইরে ম্যাচের প্রথম চার দিন এমসিজির বিভিন্ন জায়গায় ২৩টি হেলথ স্টেশন স্থাপন করা হবে। সেখানে সমর্থকেরা বিনা মূল্যে চার মিনিটের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে পারবেন। এ উদ্যোগ প্রসঙ্গে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী নিক হকলি বলেন, 'শেন ওয়ার্ন লিগ্যাসির সঙ্গে যৌথভাবে এ উদ্যোগ নিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এর মাধ্যমে হৃৎপণ্ডের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে। অস্ট্রেলিয়ায় ও বিশ্বজুড়েই শেনকে সবাই অনেক মিস করে। তাঁর সম্মানে এমন ইতিবাচক পরিবর্তনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় শেন ওয়ার্ন লিগ্যাসি ও ওয়ার্নের পরিবারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।' এমসিজিতে বক্সিং ডে টেস্টে রক্তচাপ, রেস্টিং হার্টবিট ও হৃৎপণ্ডের বয়সের অনুমান ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি পরীক্ষা করানো হবে। হকলি বলেছেন, 'আমি সবাইকে বক্সিং ডে টেস্টে এসে শেন ওয়ার্ন লিগ্যাসি হার্ট টেস্টে অংশ নিতে উৎসাহিত করব এবং অন্য যেকোনো স্বাস্থ্যগত ব্যাপারে পেশাদার কারও সহায়তা নিতেও বলব।'

শেন ওয়ার্ন লিগ্যাসির প্রধান নির্বাহী হেলেন নোলান বলেছেন, 'আমাদের ও ওয়ার্নের পুরো পরিবারের জন্য এটি অনেক তাৎপর্যের। এর মাধ্যমে আইকনিক এমসিজিতে বিশেষ জমায়েত হবে, যাতে ক্রিকেট অনুরাগীরা এবং অন্যরাও একত্রে এসে শেনকে সম্মান জানাতে পারবেন তার বছরের প্রিয় এই সপ্তাহে, সেটিও আবার এমন জায়গায়, যে মাঠকে ওয়ার্ন তার অফিস বলত।' ওয়ার্নের আকস্মিক মৃত্যুর পর হৃৎপণ্ডের স্বাস্থ্য পরীক্ষার হারও বেড়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেটডটকমডটএইউ। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সেটি বেড়েছিল ৬২ শতাংশ। ভিক্টোরিয়ার সন্তান ওয়ার্ন একসময় বাবা ও ভাইয়ের সঙ্গে এমসিজিতে বক্সিং ডে টেস্ট দেখতে যেতেন। পরে ক্যারিয়ারে সে মাঠে ১১টি টেস্টে ৫৬টি উইকেট নেন তিনি। ২০০৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মেলবোর্নে নিজের শেষ টেস্টে বক্সিং ডেতেই অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসকে বোল্ড করে ক্যারিয়ারের ৭০০তম উইকেটটি পেয়েছিলেন ওয়ার্ন। মৃত্যুর পর ওয়ার্নের স্মরণ অনুষ্ঠান হয় এমসিজিতে, তাঁর স্মরণে এমসিসিজির একটি স্ট্যান্ডের নামকরণও করা হয়।

বার্বাডোজে খেলেছেন আর্চার, জানে না ইংল্যান্ড

লন্ডন ঃ ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কিকে না জানিয়েই বার্বাডোজের একটি স্কুল দলের হয়ে মাঠে নেমেছেন জফরা আর্চার। কনুইয়ের চোটের কারণে গত মার্চের পর থেকেই মাঠের বাইরে এ ফাস্ট বোলার। দীর্ঘ পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ইংল্যান্ডের সাদা বলের স্কোয়াডের সঙ্গে অনুশীলন করতে বার্বাডোজে ছিলেন তিনি।

বিবিসি জানিয়েছে, তিন দিনের এ ম্যাচে ফাউন্ডেশন নামের একটি দলের হয়ে লর্ডসের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন আর্চার। প্রথম দিনে পেস আর বাঁহাতি স্পিনের মিশেলে বোলিং করে ১৮ রানে ৪ উইকেট নেন আর্চার। ওয়ান স্কোর ওয়েবসাইটে বার্বাডোজ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বিভাগের দলের তালিকায় তাঁর নাম ছিল। ব্যাট হাতে তিনি করেছেন ১১ রান। এ দলটি আর্চারের পুরোনো ক্লাব ক্রাইস্ট চার্চ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় বিভাগের ম্যাচটি এই সপ্তাহেও চলবে, তবে জানা গেছে আর্চার এরই মধ্যে ইংল্যান্ডে ফিরে গেছেন।

আর্চার এই ম্যাচটি খেলেছেন, এমন শোনার পর কি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি এই বিষয়ে জানি না। আমি ব্যাপারটি দেখব।'

আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া ভারত সফরে ৫ টেস্ট সিরিজের জন্য ঘোষিত ইংল্যান্ড দলে নেই আর্চার। কি বলেছেন, কয়েক দফা চোটের পর আর্চারের ফেরার বিষয়টি তাঁরা 'নিয়ন্ত্রণ' করায় ২০২১ সালের পর টেস্ট খেলতে পারেনি আর্চার। এ বছর এখন পর্যন্ত মাত্র ৭টি সাদা বলের ম্যাচ খেলতে পেরেছেন। বিশ্বকাপে একটা সময় দলের সঙ্গে থাকলেও মূল দলে নেওয়া হয়নি তাঁকে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের মাঝপথেই ভারত থেকে দেশে ফিরে যান তিনি।

কির ভাষ্য, 'আমরা ওর ব্যাপারে একটু রয়েসয়ে এগোতে চাইছি। আর্চারের ফেরার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ দিতে চাইছি না। যেটা আমরা আগে করেছি, সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করছি। সে আমাদের কাছে অমূল্য।'

গত অক্টোবরে ইংল্যান্ডের সঙ্গে দুই বছরের কেন্দ্রীয় চুক্তি করা আর্চার ২০২০ সাল থেকেই কনুইয়ের চোটে ভুগছেন, পিঠের চোটেও ভুগছেন তিনি। কি জানিয়েছেন, আর্চার ২০২৪ আইপিএল নিলামের জন্য নাম নিবন্ধন করতে চেয়েছিলেন, তবে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া ইংল্যান্ড নিজেরাই তদারক করতে চেয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আগামী জুনে। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলছে ইংল্যান্ড। ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে হারের পর বাংলাদেশ সময় আজ ভোর থেকে শুরু হবে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

প্রথম চার ব্যাটারেরই ৭০ ছাড়ানো ইনিংস, নিউজিল্যান্ডের রেকর্ড

দুবাই ঃ সুজি বেটস ১০৮, বার্নাডিন বেজুইডেনহুট ৮৬, অ্যামেলিয়া কার ৮৩, সোফি ডিভাইন ৭০। নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান নারী ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিংক্রমের প্রথম চার ব্যাটারের রান। কুইন্সটাউনে আজ চার কিউই ব্যাটার মিলে নতুন রেকর্ড উপহার দিলেন মেয়েদের ওয়ানডেকে। মেয়েদের ওয়ানডেতে এই প্রথম ব্যাটিংক্রমের প্রথম চার ব্যাটারই ৭০ ছাড়ানো ইনিংস খেললেন। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে চার অর্ধশতকের সৌজন্যে নিউজিল্যান্ড করে ৪ উইকেটে ৩৬৫ রান। সিদরা আমিন ১০৫ রান করলেও রান তাড়ায় ২৩৪ রানে অলআউট হয়ে ১৩১ রানে হেরেছে পাকিস্তান নারী দল। মুনিবা আলী ও সিদরা আমিনের উদ্বোধনী জুটি ১৮.৫ ওভারে তোলে ১১০ রান। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় পাকিস্তান। এর আগে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটা ২-০ ব্যবধানে জিতে ইতিহাস গড়েছিল পাকিস্তান। মেয়েদের টি-টোয়েন্টিতে সেটি ছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের প্রথম সিরিজ জয়।

নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের দাপটের ম্যাচটিতে চোটে পড়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন পাকিস্তানের নিদা দার। নিউজিল্যান্ড ইনিংসের ৪৪তম ওভারে বোলিং করার সময় সোফিয়া ডিভাইনের শট আঘাত করে পাকিস্তান অধিনায়ক নিদা দারের মুখে। সিরিজের পরের দুটি ম্যাচে অধিনায়ককে পাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। এর আগে অনুশীলনের সময় হাতে আঙুলে চোট পান পেসার ডায়না বেগ। তর্জনিতে চিড় ধরেছে তাঁর।

মেয়েদের মতো ছেলেদের ওয়ানডেতেও প্রথম চার ব্যাটসম্যানের ৭০ ছাড়ানোর উদাহরণ আছে মোটে একটি। আট বছর আগে ২০১৫ সালে লাহোরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওই রেকর্ড গড়ে পাকিস্তান।

আজকের মতো সেটিও ছিল সিরিজের প্রথম ম্যাচ। সেই ম্যাচে উদ্বোধনী জুটিতে ১৭০ রান তোলার পথে পাকিস্তান অধিনায়ক আজহার আলী ৭৯ ও মোহাম্মদ হাফিজ করেন ৮৬ রান। এরপর উইকেটে আসা শোয়েব মালিক ইনিংসের শেষ বলে আউট হওয়ার আগে করেন ১১২ রান। ২০১ রানের চতুর্থ উইকেট জুটিতে তাঁর সঙ্গী হারিস সোহেল অপরাজিত ছিলেন ৮৯ রানে। ৩ উইকেটে ৩৭৫ রান করে পাকিস্তান। সেই ম্যাচে রান তাড়ায় খারাপ করেনি জিম্বাবুয়েও, ৫ উইকেটে ৩৩৪ রান করেও ৪১ রানে হারে দলটি।

গর্ভধারণ নিয়ে যেসব ভুল ধারণা প্রচলিত

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ গর্ভধারণ যে কোনো নারীর জন্য সুন্দর একটা সময়। অনাগত সন্তানের সুস্থতার জন্য সব ধরনের মনোযোগ দেন একজন গর্ভবতী মা। সেজন্য তারা মেনে চলেন নানা ধরনের নিয়মকানুন।
ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াও সমাজে বহু নারী এমন কিছু রীতিনীতি মেনে চলেন যেগুলো বংশপরম্পরায় কিংবা সামাজিকভাবে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত আছে।
একজন নারীর গর্ভকালীন অবস্থার জন্য নানা ধরণের মিথ বা কল্পকথা চালু আছে। গর্ভবতী নারী কী করতে পারবেন বা কী করতে পারবেন না এনিয়ে নানা ধরনের ধারণা বা বিশ্বাস প্রচলিত। চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীরা বলেন, এসব ধারণা বা বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।
আর এগুলো মেনে চলতেও গর্ভবতী নারীকে বিশেষ চাপ দেয়া হয়। তবে অনেক সময়ই এই নিয়মকানুন যতটা না বিজ্ঞানভিত্তিক হয়, তারচেয়ে বেশি হয় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। সেই বিশ্বাসগুলো কী?
সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় কিছু করা যাবে না
আমাকে বলা হয়েছে সূর্যগ্রহণের সময় এটা কাঁটা যাবে না, ওটা ধরা যাবে না কেবল হাঁটতে হবে, এভাবেই গর্ভাবস্থার সময় সূর্যগ্রহণের অভিজ্ঞতা বলছিলেন শাহিন আখতার রুমি।
গর্ভাবস্থায় দুইবার সূর্যগ্রহণ পেয়েছেন তিনি। দুই বারই পুরোটা সময় কোন কিছু না করে কেবল হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে তাকে।
তিনি বলেন, যতক্ষণ সূর্যগ্রহণ ছাড়ে নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছে। এতে করে চারপাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত আমাকে হাঁটতে হয়েছে।
শুয়ে থাকলে বা বসে থাকলে বাচ্চার ক্ষতি হবে এমন ধারণা থেকেই মিজ রুমিকে হাঁটতে বলা হয়েছে। কেবল এটুকুই না, এসময় খাওয়া থেকেও বিরত রাখা হয়েছে মিজ রুমিকে। খাওয়াদাওয়া করতেও মানা করেছে, জল পর্যন্ত খাওয়া যাবে না, বলেন তিনি।
কেবল মিজ রুমিই না, গর্ভাবস্থায় সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় এরকম বিধিনিষেধ মেনে চলার কথা প্রায় সবখানে প্রচলিত। কারণ ধারণা করা হয় এসময় কোন কাজ করলে বাচ্চার ওপর সরাসরি তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেমন বলা হয়, গর্ভবতী মা যদি কিছু কাটাকাটি করেন, তাহলে গর্ভস্থ সন্তান কান কাটা বা ঠোঁট কাটা অবস্থায় জন্ম নেয়। অথচ এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। চাঁদ যখন পৃথিবীর কক্ষপথে ঘোরে, তখন তার প্রদক্ষিণ পথে কখনও কখনও চাঁদ এসে পড়ে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে। তখন তারা থেকে আলোর বিচ্ছুরণ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সূর্যের গ্রহণ ঘটে। সূর্যগ্রহন বা চন্দ্রগ্রহণের সঙ্গে অনাগত বাচ্চার ওপর প্রভাবের কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সূর্যগ্রহণ দেখার ক্ষেত্রে চোখের সুরক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার উপদেশ দেয়া হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ বিষয়ক সংস্থা নাসা খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছে। সামান্য সময়ের জন্যও খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখলে চোখের ক্ষতি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে তারা।
লিঙ্গভেদে সৌন্দর্যের তারতম্য
প্রচলিত ভুল ধারণাগুলোর আরেকটি গর্ভকালীন অবস্থায় নারীদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা কমে যাওয়া।
মায়ের সব সৌন্দর্য নিয়ে মেয়ে সন্তানের জন্ম হয় বলে গর্ভাবস্থায় মায়েদের চেহারা খারাপ হয়ে যায় বলে একটি ধারণা প্রচলিত। তবে একই ধারণার ভিন্ন মতও শোনা যায় কোথাও কোথাও।
বলা হয় পুত্র সন্তান গর্ভে থাকার সময় মায়ের সৌন্দর্য কমে যায়।
গর্ভাবস্থায় ঘাড় কালো হওয়া ও নাক মোটা হয়ে যাওয়ার মতো জটিলতায় ভুগেছেন তাসমিয়া আজিম নীলা।
এসময় সৌন্দর্য মলিন হয়েছে উল্লেখ করে তার ছেলে সন্তান হবে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন, জানান মিজ নীলা।
আমার ঘাড় কালো হয়ে গেছে, চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। সবাই বলেছে এগুলো হলে ছেলে হয়। এমনকি এক ডাক্তার দেখেও বলছে তোমার ছেলে হবে।
গর্ভাবস্থায় কানে সমস্যা নিয়ে এক চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি এই মন্তব্য করেন বলে জানান মিজ নীলা।
ব্রিটিশ আমেরিকান প্রকাশনা সংস্থা ব্রিটানিকার তথ্যমতে, গর্ভকালীন সময়ে সকাল বেলার অসুস্থতা, হরমোনের মাত্রা পরিবর্তন এবং পেট বড় হওয়ার মতো বিষয়গুলো অনেক গর্ভবতী নারীকে ক্লান্ত করে তোলে। বিশেষ করে প্রথম তিন মাসে তাদের মুখে ব্রণও দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই গর্ভে ছেলে থাকুক কিংবা মেয়ে, এসবের মাঝে গর্ভবতী নারীকে সুন্দর দেখাবে এমনটা প্রত্যাশা করা যায় না।
এছাড়াও পেট দেখেও অনেকে সন্তানের লিঙ্গ কী হবে তা ভেবে থাকেন। তেমনি একটি ভুল ধারণা হলো, অনাগত সন্তান ছেলে হলে পেটের উপরের দিকে উঠে আসবে আর মেয়ে সন্তান হলে তলপেটের দিকে ঝুলে যাবে। পেটিকোট বা সালোয়ার শক্ত করে বাঁধলে বাচ্চা ওপরের দিকে উঠে যাবে না বলেও ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। গর্ভাবস্থায় পেটিকোট বা সালোয়ারের বাঁধন পেটের ওপর শক্ত করে বেঁধে রাখার পরামর্শ পেয়েছিলেন মিজ নীলা। এতে করে সিসেকশন না করে স্বাভাবিক প্রসব হবে বলে তাকে বলা হয়েছিল।
তবে এই ধারণারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।
খাবারে সন্তানের গায়ের রঙ নির্ধারণ
গর্ভাবস্থায় অনাগত সন্তানের বিকাশের দিক চিন্তা করে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করা উচিৎ একাধিক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।
তবে গর্ভে থাকা অবস্থায় কী ধরনের খাবার খাওয়া হচ্ছে তার ওপর সন্তানের গায়ের রঙ নির্ধারিত হবে বলে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে।
গর্ভাবস্থায় অনাগত সন্তানের মা দুধ, দই কিংবা ডাবের জলের মতো খাবার খেলে সন্তানের গায়ের রঙ ফর্সা হয় এমন ভুল ধারণা অনেক জায়গায় প্রচলিত।
অন্যদিকে কফির মতো খাবারে পেটে থাকা সন্তান কালো হবার মতো ধারণাও আছে অনেকের।
তবে এই ধরনের ধারণার কোন ভিত্তি নেই বলে জানান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের গাইনী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড ডালিয়া রহমান।
তিনি বলেন, দুধদইয়ে খাদ্য উপাদান প্রোটিন থাকে, যা শরীর গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এর সঙ্গে ফর্সা হবার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই।
খাবারে গর্ভপাতের শঙ্কা
পেঁপে আনারসের মতো কিছু কিছু খাবারে গর্ভপাতের শঙ্কা থাকে বলে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে।
এর কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলে জানান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারস্পেশালাইজড হাসপাতালের গাইনী বিভাগের ড. রেহেনা আক্তার।
তিনি বলেন, আনারসপেঁপেতে এমন কোন উপাদান নেই যা গর্ভপাতের কারণ হতে পারে।
নির্দিষ্ট কিছু খাবারের বিষয়েও এমন বিধিনিষেধ শুনেছেন বলে জানান মিজ রুমি।
লইট্টা মাছ খেলে বাচ্চার নাক দিয়ে কফ বেরোবে, গরুর নলাজাতীয় খাবার খেলে বাচ্চার কান দিয়ে পুঁজ বের হবে, ট্যাংরা মাছ খেলে বাচ্চার পেট বড় হবে কিংবা কলমি শাক বা পুঁই শাক খেলে বাচ্চার এলার্জি বাড়বে বলে এগুলো এড়িয়ে চলতে বয়োজ্যেষ্ঠরা পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানান তিনি।
মিজ রুমি বলেন, এটা কতটুকু সত্যি আমি জানি না। কিন্তু মানা করছে বলে ভয়ে খাইনি।
একইরকম পরামর্শ পেয়েছেন মিজ নীলাও। মৃগেল মাছ খেলে সন্তানের মৃগী রোগ হয় বলে শুনেছিলেন তিনি। তবে ব্যক্তিবিশেষে নির্দিষ্ট খাবারে সংবেদনশীল না হলে গর্ভাবস্থায় আলাদাভাবে এর কোন প্রভাব পড়ার কারণ নেই।
কুকুর বেড়াল রাখা উচিৎ না
গর্ভাবস্থায় ঘরে কুকুর বেড়াল পোষা উচিৎ না বলে এক ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। এতে করে পেটে থাকা সন্তানের ওপর প্রভাব পড়ে বলে মনে করেন অনেকেই। তবে এটিরও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।
তবে অনেকের পোষা প্রাণীর পশমে এলার্জি থাকে। আর মায়ের এলার্জি হলে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে এমন কোন সমস্যা থাকলে কুকুর বেড়ালের থেকে দূরত্ব রাখার পরামর্শ দেড. ডালিয়া রহমান।
এছাড়া অনেকেই পেটের সন্তান যেন সুন্দর হয় তাই ঘরের দেয়ালে ছোট শিশুদের সুন্দর ছবি টাঙিয়ে রাখেন। তেমনি অনেকেই এই সময় সাপ এড়িয়ে চলেন। বলা হয়ে থাকে কুৎসিত কোন প্রাণীর চেহারা দেখলে সন্তানের ওপর তার প্রভাব পড়বে।
তবে আজ পর্যন্ত এই বক্তব্যের কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি। আর তাছাড়া শিশু মাত্রই সুন্দর, তাই না?
সহবাস করা যাবে না
সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় সহবাস করা যাবে না বলেও এক ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে।
তবে গর্ভাবস্থার নির্দিষ্ট কিছু সময়ে বিশেষ সতর্কতা মেনে চললে সহবাসে কোন সমস্যা নেই বলে জানান ড. রেহেনা আক্তার। প্রথম তিন মাস আর শেষ দুই মাস কিছুটা বিধিনিষেধ দেই। বিশেষ করে জটিলতা থাকলে এটা বলা হয়। তবে এসময় বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সহবাস করা যায়। এছাড়া অন্য সময়ে কোন সমস্যা নেই। এছাড়া গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক কাজ ও হালকা শরীরচর্চাও করা যেতে পারে বলে জানান তিনি।
অন্যান্য
গর্ভাবস্থায় চুল কাটলে পেটের সন্তান জন্মানোর পর চোখে কম দেখে এমন ধারণা প্রচলিত। তবে এটি ভুল। এছাড়াও পেটের আকার দেখে ছেলে হবে না মেয়ে এমনটিও ধারণা করেন অনেকে। তাদের মতে, পেটের আকার গোল হলে মেয়ে সন্তান হয় আর লম্বাটে হলে হয় ছেলে সন্তান।
গবেষণার জন্য বিখ্যাত জন হপকিন্স অল চিলড্রেন হাসপাতালের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, পেশীর টোন, জরায়ুর টোন, ওজন আর শিশুর অবস্থানের ওপরে পেটের আকার নির্ধারিত হয়। এর সঙ্গে লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের সবচেয়ে ভালো উপায় কী? আলট্রাসনোগ্রাম।
আবার পেটের সন্তান ছেলে হলে বেশি নড়াচড়া করে আর মেয়ে হলে তুলনামূলক কম নড়ে এমন ভুল ধারণাও প্রচলিত।
আরও একটি ভুল ধারণা হলো সন্তান আগমনের খবর লুকিয়ে রাখা।
অন্তত প্রথম তিন মাস পরিবার বাদে কাউকে এই খবর জানাতে বারণ করেছিলেন মিজ রুমির পরিবার। একই অভিজ্ঞতা করেছেন মিজ নীলাও। বাইরের লোক জানলে অনাগত সন্তানের নজর লাগতে পারে বলে জানিয়েছিলেন তাদের পরিবার। এছাড়া গর্ভাবস্থায় হাতে মেহেদী লাগাতে বারণ করেন মিজ নীলার মা। এতে করে সন্তানের শ্বেত রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে বলে মনে করেন তিনি। আগে থেকেই জামা কিংবা উপহার কিনে রাখলে অনাগত সন্তানের ক্ষতি হয় বলে এক ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত। এসব ধারণার কোনটিরই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায়নি। তবে ভুল ধারণা জানার পরও অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অনেকেই ঝুঁকি নিতে চান না। আবার আধুনিক সময়ে কুসংস্কার ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা নারীর সংখ্যাও নিতান্ত কম না।

টুকরো খবর

উত্তরবঙ্গ সফরে সেড়ে শহরে ফিরলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি

কলকাতা ঃ শুক্রবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ সফরে সেড়ে শহরে ফিরলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্শিয়াঙে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে আবেশের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি।

হরিশ্চন্দ্রপুর থলাকায় শিয়ালের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে থলাকাবাসীর,নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে লোকালয়ে শিয়ালের উৎপাত

মালদা ঃ মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় শিয়ালের ডাক এখন আতঙ্ক।শিয়ালের ডাক শুনলেই ঘুম উড়ছে এলাকাবাসীর। দুই বছর আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার হরদমনগর গ্রামে শিয়ালের হানায় ৪০ জন গ্রামবাসী জখম হয়। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে এলাকায় শিয়াল নিয়ে আতঙ্ক।কিন্তু যত দিন যাচ্ছে লোকালয়ে বাড়ছে শিয়ালের উৎপাত।শুধু রাত নয় দিনের বেলাতেও গ্রামের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে শিয়ালের দল।হাঁস, মুরগি, গরুছাগলের উপর আক্রমণ করছে।ভয়ে বাচ্চাদের সব সময় নজরে রাখতে হচ্ছে অভিভাবকদের। রাত হলে এলাকায় এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শিয়ালের দল।কিন্তু কেন এই ভাবে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে শিয়ালের দল। প্রশ্নের মুখে পড়েছে বন দপ্তরের ভূমিকা। অভিযোগ উঠছে অবৈধ ভাবে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে। সাফ হয়ে যাচ্ছে বন জঙ্গল। যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র। স্বাভাবিক ভাবেই তাই শিয়ালারা ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। কারণ তাদের যে থাকার জায়গা বন জঙ্গল সেই বন জঙ্গল দিনের পর দিন সাফ হয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি বনদপ্তর এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিক। যাতে শিয়াল গুলোকে সঠিক জায়গায় ছেড়ে আসা হয়। অন্যদিকে গাছ কাটার প্রসঙ্গে ভালুকা ফরেস্ট রেঞ্জের আধিকারিক সুদর্শন সরকার জানিয়েছেন, প্রত্যেকদিন নিয়মিত পেট্রোলিং চলে।গাছ কাটা রুখতে সব সময় নজরদারি চলে। অভিযোগ এলেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

কোচবিহারের নিরাশ্রয় মহিলা ও শিশু সেবা ভবনের বাসিন্দাদের একটি সার্কাস দেখানো হয়েছিল

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনের আবাসিকদের নিয়ে সার্কাস দেখানো হলো কোচবিহার রাসমেলা চত্বরে সার্কাস কর্তৃপক্ষ এবং কোতোয়ালি থানা পুলিশের উদ্যোগে দিন ৯৬ জন ছাত্রীকে এখানে নিয়ে আসা হয় তারা এখানে সার্কাস উপভোগ করেন। কোচবিহারের রাসমেলা অন্যতম আকর্ষণ এই সার্কাস জো কারের খেলা এখানে অন্যতম আকর্ষণ এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের সার্কাস পরিবেশন করছেন সার্কাসের ম্যানেজার মোল্লা সাদেক রহমান বলেছেন কোচবিহারের মানুষ বাড়াবাড়ি সার্কাস প্রিয় পুলিশের সহযোগিতা এখানে অনেক ছাত্রীরা এসে সার্কাস উপভোগ করছেন।

কোচবিহারের রাসমেলায় আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের রাসমেলায় আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। এদিন রাসমেলার মাঠে বিভিন্ন রাইড গুলির পাশে থাকা একটি ক্যাম্পে আগুন জ্বলতে দেখেন সেখানকার দর্শনার্থীরা। জানা গিয়েছে, সেখানে রান্না করছিল কয়েকজন কর্মী। সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীরা দ্রুত আগুন নেভান। ঘটনাস্থলে কোতোয়ালি থানার পুলিশও পৌঁছায়। কোচবিহারের রাসমেলায় হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় হয়। সেখানে এ ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।মেলার বিভিন্ন জায়গায় রান্না করতে দেখা যায় ক্যাম্পে থাকা মানুষদের।সেখানে আরো সতর্কতা নেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

থালা বাজিয়ে কালো পোশাক পড়ে, প্রতিবাদ মিছিল মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের

মালদা ঃ আবাস যোজনা প্রকল্প ও ১০০ দিনের টাকা ফেরতের দাবিতে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল ইংরেজবাজার শহরে।
শুক্রবার বিকেলে মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে কাল পোশাক পড়ে জমায়েত হন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেখান থেকে শুরু হয় প্রতিবাদ মিছিল।কোদাল ডালি নিয়ে শ্রমিকরা অংশ নেন মিছিলে। মিছিলে পা মেলান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান,কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, সহসভাপতি বাবলা সরকার, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। থালা বাজিয়ে কালো পোশাক পড়ে মিছিলে অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রীরা। পোস্ট অফিস মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে সারা শহর পরিক্রমা করে রথবাড়ি মোড়ের শেষ হয়। সেখানে কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার বিরোধিতায় একটি পথসভার আযোজন করা হয়।

ভাতারের বামুনারা গ্রামে বাবাকে পিটিয়ে খুন করলো ছেলে

পূর্ব বর্ধমান ঃ জেলার ভাতারের বামুনারা গ্রামে বাবাকে পিটিয়ে খুন করলো ছেলে। ঘটনায় এলাকায় শুক্রবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে ভাতার থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, বাড়িতে ময়লা ফেলা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয় বাবা বাপন মাঝির সঙ্গে তার স্ত্রী চম্পা মাঝির।ছেলে কালি মাঝি বাবা ও মাকে ঝগড়া করতে বারণ করেন।মা ঝগড়া থেকে সরে গেলেও বাবা ছেলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়।ছেলে কালি মাঝিকে বটি করে বাবা বাপন মাঝি কাটতে গেলে ছেলে আরো রেগে যায়।পাশে পড়ে থাকা গাছের ডালে করে কালী মাঝি বাবার মাথায় সজোরে আঘাত করে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে তাকে নিয়ে আসে ভাতার ব্লক হসপিটালে। চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা।ঘটনাস্থলে রয়েছে ভাতার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

মন্তব্য করতে নারাজ এসএসকেএম হাসপাতালে সুপার

কলকাতা ঃ নিযোগে দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে কার্ডিওলজির আইসিইউ থেকে ডিসচার্জ আদৌ করা হবে কিনা তা নিয়ে কোন মন্তব্য করতে নারাজ এসএসকেএম হাসপাতালে সুপার। তবে এসএসকেএম হাসপাতালে সুপারের সঙ্গে কথা হয়েছে ইডি আধিকারিকদের জানালেন এসএসকেএম হাসপাতালে সুপার।

মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে ইএসআই হাসপাতালে

কলকাতা ঃ কালীঘাটের কাকুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে কড়া নিরাপত্তা। তৈরি রয়েছে ফাইভজি অ্যাম্বুলেন্স। মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে ইএসআই হাসপাতালে। ইএসআই হাসপাতাল তাকে গুটত বললে আজই কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করবেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। তার মধ্যেই হঠাৎই বুকে ব্যথা সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের। ইডি আধিকারিকরা এই মুহূর্তে ঢুকলেন মেইন বিল্ডিং এর সুপারের সাথে কথা বলতে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
13:12:2023

নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার প্রয়োজন হচ্ছে কেন?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন কতে চায় নির্বাচন কমিশন। এজন্য সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার সেনাবাহিনীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে তারা কাজ শুরু করবে পারবে। সাধারনত নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য। অতীতে দেখা গেছে সেনাবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় 'স্টিইকিং ফোর্স' হিসেবে কাজ করেছে। নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার প্রয়োজন হচ্ছে কেন? এ প্রশ্ন তুলছেন পর্যবেক্ষকরা। এই নির্বাচনটাকে তো মানুষ গ্রহণ করতে পারছেনা। এটার প্রস্তুতিটাই এমন যে সাধারন মানুষ থেকে বড় বিচ্ছিন্নভাবে জিনিসটা ঘটছে, অতীতের নির্বাচনে আমরা সেনাবাহিনী চেয়েছি। কারণ সেনাবাহিনী অহিংসশৃঙ্খলা কন্ট্রোলভাবে রক্ষা করতে পারে, এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। তিনি বলেন, পুলিশ এবং প্রশাসনসহ সহ সর্বকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রেণে। নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল অংশ নিচ্ছেনা। সেনাবাহিনী কাকে ধমন করবে সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছিনা। চাপোলেক কোথা থেকে আসবে, কে করবে কার ওপরে?

ইহুদিবাদ নিয়ে হার্ভার্ড এমআইটিসহ আমেরিকার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটছে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ইহুদি বিদ্বেষ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে সাক্ষ্য দেবার পরে ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গে'র পদত্যাগের চাপ বাড়ছে।

ইহুদিদের উপর গণহত্যা চালানোর বিষয়টিকে যারা সমর্থন করেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেননি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট।

সেজন্য ৫৩ বছর বয়সী ড. গেকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়।

এই ঘটনার পরে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির শত শত শিক্ষক তার পক্ষে ড. গে'র পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং তাকে যাতে চাকরিচ্যুত করা না হয় সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আহবান জানিয়েছেন।

এখন ড. গে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থাকতে পারবেন কি না সে বিষয়ে হার্ভার্ড কর্পোরেশনের সভায় এ সপ্তাহে সিদ্ধান্ত হবে।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের হাউজ অব রেপ্রেজেনটেটিভএ শুনানির সময় ড. গে'র মন্তব্য নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। কংগ্রেসের সেই শুনানিতে আরো ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট এলিজাবেথ ম্যাগিল এবং ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি'র (এমআইটি) স্যালি কর্নবাথ।

রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য এলিস স্টেফানিকের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়েন বিশ্বখ্যাত এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহীরা।

কংগেস সদস্য মিস্ স্টেফানিক প্রশ্ন করেন - ইহুদিদের গণহত্যার আহবান জানানোর বিষয়টি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে 'বুলিং এন্ড হ্যারাসমেন্ট' সংক্রান্ত যেসব বিধিবিধান আছে সেগুলোর লঙ্ঘন কি না?

জবাবে ড. গে বলেন, এটা নির্ভর করছে প্রেক্ষাপটের ওপর। এরপর হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস সংবাদপত্র 'ক্রিমসন' এ দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ড. গে উল্লেখ করেন, আমি দুঃখিত।

কথার কারণে যদি হতাশা এবং বেদনা তৈরি হয়, তাহলে অনুশোচনা ছাড়া আর কী করা যেতে পারে সেটা আমি জানিনা। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি পরিচালনার জন্য দুটো গভর্নিং বডি আছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট হার্ভার্ড কর্পোরেশন। ড. গে'র ভাগ্য নির্ধারণের জন্য হার্ভার্ড কর্পোরেশন এ সপ্তাহে আলোচনায় বসবে।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতার উপর যাতে কোন ধরণের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না হয় এবং প্রেসিডেন্ট ড. গে যাতে পদচ্যুত না হন সেজন্য গত সপ্তাহান্তে ৫০০ শিক্ষক একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন। সোমবার সকাল নাগাদ সে সংখ্যা ৭০০ তে দাঁড়িয়েছে। এই পিটিশনের সহলেখক এলিসন ফ্রাঙ্ক জনসন রয়টার্সকে বলেন, রাজনৈতিক কারণে আমরা তাকে হারাতে চাই না। অনেকে এটা জানেন না যে, একজন স্কলার, সহকর্মী এবং প্রশাসক হিসেবে ক্যাম্পাসের ভেতরে তার প্রতি কতটা সমর্থন রয়েছে। যারা তার সাথে মাঝেমধ্যে দ্বিমত পোষণ করেন, তারাও তাকে সমর্থন করেন। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ৩৬৮ বছরের ইতিহাসে ড. গে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি। গত জুলাই মাসে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পান।

কংগ্রেসের ৭০জন সদস্য হার্ভার্ড, এমআইটি ও পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টদের পদত্যাগের আহবান জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশ করেছেন। যেসব কংগ্রেস সদস্য এ আহবান জানিয়েছেন তাদের বেশিরভাগ রিপাবলিকান দলের সদস্য।

কংগ্রেস সদস্যরা এ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, শুনানির সময় তিনটি ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টেরা যে উত্তর দিয়েছেন সেটি 'অনৈতিক'।

শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে যে ধরণের নৈতিকতা আশা করা হয় তারা সেটির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, ইহুদিদের ওপর গণহত্যা চালানোর আহবান সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পাসগুলোতে যে প্রভাব তৈরি করবে সেটি বলতে পারেননি এই তিনটি ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টরা।

ফলে সেসব ইউনিভার্সিটির ইহুদি অথবা ইসরায়েলি শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরাপদ বোধ করবেন না।

গত শনিবার ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট মিস্ ম্যাগিল 'স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।'

কংগ্রেস শুনানিতে তার মন্তব্যের প্রতিবাদে ইউনিভার্সিটি থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান ফেরত নেবার ঘোষণা আসে।

মিস্ ম্যাগিল পদত্যাগের ঘোষণা দেবার পরেও তাকে কংগ্রেসে শুনানির জন্য তলব করা হয়।

একজন গেছে, আরো দুজনকে যেতে হবে, এক্স প্লাটফর্মে লিখেছেন কংগ্রেস সদস্য মিস্ স্টেফানিক।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রায়ই ফিলিস্তিনের পক্ষে অথবা ইসরায়েলের পক্ষে সমাবেশ দেখা যাচ্ছে। এতে করে ইহুদি বিদ্বেষ কিংবা ইসলামভীতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

প্রতি বছর একই সময় কেন পেঁয়াজের দাম বাড়ে?

ঢাকা ঃ ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের খবরে হঠাৎ বাংলাদেশে দাম বেড়ে যাওয়ার মত ঘটনা গত কয়েক বছরে একাধিকবার ঘটেছে। দিন তিনেক আগে আটই ডিসেম্বরেই এর উদাহরণ দেখা যায় বাংলাদেশের পেঁয়াজের বাজারে। ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বিক্রেতারা পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে দেন প্রায় দ্বিগুণ। সেদিন সকালেও যে পেঁয়াজ ১০০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি করছিলেন তারা, সন্ধ্যায় সেই একই পেঁয়াজ কেজিতে ২০০ থেকে ২২০, কোথাও কোথাও কেজি আড়াইশো টাকাও হাঁকতে শুরু করেন বিক্রেতারা। বছরের এই সময়ে পেঁয়াজের বাজারে এরকম পরিস্থিতি ২০১৯ সাল থেকে প্রায় প্রতিবছরই হয়ে আসছে বাংলাদেশে। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দেয়ার পর থেকে বাংলাদেশের বাজারে বাড়তে থাকে পেঁয়াজের দাম, যা নভেম্বর মাসে কেজি প্রতি আড়াইশো টাকা ছাড়িয়ে যায়। আবার ভারত থেকে আমদানি শুরু হলে দাম কমতে থাকে। ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের পরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান ব্যবসায়ীদের সাথে একটি আলোচনায় বলেছেন, কালোবাজারি করে একটি চক্র বাজার অস্থিতিশীল করে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে।

গত কয়েকদিনও পেঁয়াজ গুদামজাত করা ও অবৈধভাবে মজুদ করার অভিযোগে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসায়ী, আড়তদারদের জরিমানা করেছে। বাজার বিশ্লেষক ও পেঁয়াজ ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অতীতে দেখা গেছে প্রতি বছরের এই নির্দিষ্ট সময়ে ভারতের রপ্তানি বন্ধ করার সুযোগকে কাজে লাগায় পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের একটি অংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সময়ে নতুন পেঁয়াজ না ওঠা আর পুরনো পেঁয়াজের সরবরাহ কম থাকায় ব্যবসায়ীদের একটি অংশ পেঁয়াজ মজুদ করে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে দেয়। এরকম সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারি বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা দাম কমানোর পদক্ষেপ নেয়। যেসব এলাকায় কর্তৃপক্ষ অভিযান চালায় সেখানে সাময়িকভাবে দামও কমে। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হতে দেখা যায় না। প্রতি বছর একই সমস্যার উদ্ভব হলেও বাজার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা যে কারণে

বাংলাদেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ পেঁয়াজের চাহিদা থাকে, তার সিংহভাগই দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে পূরণ হয়। বছরে যে ৫ থেকে ৬ লক্ষ টন পেঁয়াজ আমদানি করা হয় তার অধিকাংশই আসে ভারত থেকে।

ভারত ছাড়াও মিয়ানমার, মিশর, তুরস্ক, চীন থেকে বাংলাদেশে অল্প পরিমাণে পেঁয়াজ আমদানি হয়ে থাকে।

তবে ভারত থেকে সড়ক পথে পেঁয়াজ আনা সহজ হওয়া ও আমদানি খরচ কম থাকার কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ আমদানি কারক ভারত থেকে পেঁয়াজ আনেন বলে বলছিলেন ঢাকার শ্যামবাজারের একজন ব্যবসায়ী ও আমদানি কারক গোকুল কৃষ্ণ মানিক। তিনি বলছিলেন, ভারত থেকে পেঁয়াজ আসে স্থলপথে, ট্রাক দিয়ে। কিন্তু সেই পেঁয়াজ যদি মিসর বা তুরস্ক থেকে আনি তাহলে আনতে হয় জাহাজে। তখন খরচও বেড়ে যায় বেশ কয়েকগুণ, আর অনেকদিন জাহাজে থাকার ফলে পেঁয়াজ নষ্টও হয় বেশি পরিমাণ। এ কারণেই পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর ভারত নিষেধাজ্ঞা দিলে বাংলাদেশের বাজারে পেঁয়াজের দামে বড় ধরনের তারতম্য দেখা দেয় বলে বলছিলেন তিনি।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, পেঁয়াজ আমদানি না করে উৎপাদনে সমন্বয় করে ও বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশীয় পেঁয়াজ দিয়েই বাংলাদেশের পেঁয়াজের চাহিদা মেটানো সম্ভব।

প্রতি বছর কেন দাম বাড়ে?

বাংলাদেশে পেঁয়াজের উৎপাদনের বিষয়টি নিয়ে কাজ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মসলা গবেষণা কেন্দ্র। এই সংস্থার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার পেঁয়াজ চাষ সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখেন।

তিনি বলছিলেন, বাংলাদেশে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টাতে সাধারণত পেঁয়াজের ঘাটতি থাকে, যে সুযোগ কাজে লাগিয়ে মজুদদাররা বাজারে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করে। তিনি বলছিলেন, দেশীয় উৎপাদনের বড় অংশ হয় বছরের মার্চ-এপ্রিল মাসে। সেসময় মোট দেশীয় উৎপাদনের ৮০ ভাগ পেঁয়াজ কৃষক ঘরে তোলে। তাই পেঁয়াজের দাম মার্চ-এপ্রিলের দিকে সবচেয়ে কম থাকে। মার্চ-এপ্রিলে হওয়া এই পেঁয়াজই বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রধান পেঁয়াজ। এটি ছাড়াও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে হওয়া মুড়িকাটা পেঁয়াজ ও জুন-জুলাইয়ে অল্প পরিমাণ গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ হয়ে থাকে বাংলাদেশে।

সেপ্টেম্বরের পর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত নতুন মুড়িকাটা পেঁয়াজের ফলন হওয়ার আগের এই সময়টায় বাজারে পেঁয়াজের কিছুটা ঘাটতি থাকে বে বলছিলেন মি. মজুমদার।

পুরুষের তুলনায় নারীরা কেন রক্তশূন্যতায় বেশি ভোগেন?

কলকাতা ঃ আপনার কি সারাক্ষণই শরীর খুব দুর্বল লাগে? বুক ধড়ফড় করে কিংবা অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট হয়? সামান্য ক্লান্তি ভেবে যে লক্ষণগুলো হয়তো এড়িয়ে যাচ্ছেন, সেগুলোই আপনাকে বার্তা দিচ্ছে অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতার।

সারা পৃথিবীতে রক্তশূন্যতায় ভোগেন এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এটি ঠিক কখন শুরু হয়, বা কী ধরণের উপসর্গ দেখলে সচেতন হতে হবে - সে সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা নেই অনেকের।

যেমন - রক্তশূন্যতা থেকে যে নানা ধরণের শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে জানেনও কম মানুষই।

এছাড়া রক্তশূন্যতায় নারীরা কেন বেশি ভোগেন? রক্তশূন্যতা কি পুরুষের হয় না? না হলে কী কারণ তার?

চলুন জেনে নেয়া যাক, মানব শরীরের এই সমস্যা সম্পর্কে।

রক্তশূন্যতা কী?

রক্তশূন্যতা মানে রক্ত কমে যাওয়া নয়, বরং বয়স ও লিঙ্গভেদে রক্তের লোহিত কণিকাতে উপস্থিত হিমোগ্লোবিন যদি কাঙ্ক্ষিত পরিমাণের চেয়ে কমে যায় তখন একে বলা হয় অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা।

কেউ রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত মানে তার শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পাচ্ছে না।

রক্তশূন্যতা একটি প্রচলিত ও গুরুতর বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্বব্যাপী রক্তশূন্যতায় আক্রান্তদের বড় একটি অংশই শিশু ও নারী।

মূলত অল্পবয়সী শিশু, ঋতুস্রাবরত কিশোরী ও নারী, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর নারীরা এতে আক্রান্ত হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে, বিশ্বব্যাপী ছয় থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৪০ শতাংশ শিশু, ৩৭ শতাংশ গর্ভবতী নারী ও ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের ৩০ শতাংশ রক্তশূন্যতা রোগে আক্রান্ত।

কেন রক্তশূন্যতা হয়?

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা বিষয়ক সংস্থা মায়ো ক্লিনিকের দেয়া তথ্যমতে, রক্তে পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন বা লোহিত রক্তকণিকা না থাকলে রক্তশূন্যতা হয়।

এটি ঘটতে পারে যদি ঃ

শরীর পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন বা লোহিত রক্তকণিকা তৈরি না করে

রক্তক্ষরণের ফলে লোহিত রক্তকণিকা ও হিমোগ্লোবিন প্রতিস্থাপনের আগেই দ্রুত ক্ষয় হয়

শরীর নিজেই লোহিত রক্তকণিকা ও হিমোগ্লোবিন ধ্বংস করে

হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে অস্থিমজ্জার আয়রন বা লৌহ প্রয়োজন হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত আয়রন না পেলে শরীর ঠিকমতো হিমোগ্লোবিন বা রক্তকণিকা তৈরি করতে পারে না। রক্তশূন্যতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তবে রক্তশূন্যতার অন্যতম প্রধান একটি কারণ দেহে আয়রনের অভাব। আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তশূন্যতা সারাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি। আয়রনের অভাব রক্তশূন্যতার অন্যতম প্রধান কারণ হলেও রক্তশূন্যতা অনেক ধরনের হতে পারে। এরমধ্যে রয়েছে

১. ভিটামিনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতা

২. প্রদাহের রক্তশূন্যতা

৩. এপ্লাস্টিক রক্তশূন্যতা

৪. অস্থিমজ্জা সংক্রান্ত রক্তশূন্যতা

৫. হেমোলাইটিক রক্তশূন্যতা

৬. শিকল সেল রক্তশূন্যতা

আয়রন ছাড়াও রক্ত তৈরিতে দেহের ফলিক এসিড ও ভিটামিন বি১২ দরকার হয়। খাবারের তালিকায় ভিটামিন বি১২ সমৃদ্ধ খাদ্য না থাকলে দেহে ভিটামিনবি ও ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতি তৈরি হয়। ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। তবে অনেকেই ভিটামিন বি১২ গ্রহণ করতে পারেন না। এটিও ভিটামিনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া লোহিত কণিকা ভেঙে গেলে এমনটি হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী রোগ, যেমন কিডনি কিংবা লিভার বিকল, থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা, আর্থ্রাইটিস, ক্যান্সার, যক্ষ্মাসহ নানাবিধ রোগে হতে পারে রক্তশূন্যতা। এমনকি হিমোগ্লোবিনের নিজস্ব রোগ, যেমন থ্যালাসেমিয়া, রক্তের ক্যানসার, অস্থিমজ্জার উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হওয়াসহ অসংখ্য রোগের ফলে সৃষ্টি হতে পারে রক্তশূন্যতা। এবিষয়ে জানতে চাইলে মেডিসিন বিভাগের সাবেক প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ বিল্লাল আলম বলেন, ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত। তবে ব্যক্তিভেদে এটি মৃদু থেকে মাঝারি ও তীব্র আকারের হতে পারে।এছাড়াও অপুষ্টি, পেপটিক আলসার, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ত্রুটি, দীর্ঘমেয়াদি ব্যথার ওষুধ সেবন ও স্টেরয়েড নেয়ার ফলে পাকস্থলীর ক্ষত, কৃমির সংক্রমণ, পায়খানা কিংবা রজঃস্রাবের সময় রক্তক্ষরণ ও ঘন ঘন গর্ভধারণের মতো কারণে রক্তশূন্যতা হতে পারে। দুর্ঘটনায় প্রচুর রক্তক্ষরণ হলেও রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে।

রক্তশূন্যতার লক্ষণগুলো কী?

শরীরে হিমোগ্লোবিন কমতে থাকলে ক্লান্তি দানা বাঁধে। ফলে ক্ষুধা কমে যায়। এগুলোই মূলত শরীরে রক্তশূন্যতার জানান দেয়। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের তথ্যমতে রক্তশূন্যতার লক্ষণগুলো হলো

১। শারীরিক দুর্বলতা, অবসাদ ও ক্লান্তি বোধ

২। স্বল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠা

৩। হৃৎপিণ্ডের ওপর বাড়তি চাপ বোধ করা ও হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া

৪। শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া

মায়ো ক্লিনিকের ওয়েবসাইটের তথ্যমতে, রক্তশূন্যতা হলে কর্মশক্তি কমে যাওয়া, ত্বকের উজ্জ্বলতা কমে আসা, শ্বাসকষ্ট, হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে আসা, বুকে ব্যথা, মাথা যন্ত্রণার মতো লক্ষণও দেখা যায়।

এর পাশাপাশি কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে জ্বর, ডায়েরিয়া বা জন্ডিসের মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

পুরুষের তুলনায় নারীরা কেন বেশি রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত হয়?

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হার্ট, লাং এ্যান্ড ব্লাড ইন্সটিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, কিছু ক্ষেত্রে রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত হওয়ার উচ্চঝুঁকি থাকে। যেমন

১। ঋতুস্রাব চলাকালীন ও গর্ভাবস্থায়

২। পর্যাপ্ত আয়রন ও নির্দিষ্ট কিছু ভিটামিনের অভাবে

৩। নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ গ্রহণ ও চিকিৎসা চলাকালীন

পুরুষের চেয়ে নারীরা রক্তশূন্যতায় বেশি আক্রান্ত হয়। এর প্রধান কারণ নারীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য।

প্রতিমাসেই ঋতুস্রাবের ফলে নারীদের শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে এর মাত্রা অনেক বেশি হয়, আবার কখনো কখনো স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে লম্বা সময় ধরে চলে। ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। মূলত ঋতুস্রাব, ল্যাকটেশন বা মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়া ও গর্ভধারনের কারণে নারীদের মধ্যে রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

আয়রনের অভাবে রক্তশূন্যতা সবচেয়ে বেশি হয়। নারীদের ঋতুস্রাব হয়, বাচ্চা হলে লেক্টেশন প্রক্রিয়ায় আয়রনের ক্ষয় হয়, আবার বাচ্চা হওয়ার সময় অনেক রক্তক্ষরণ হয়, বলেন প্রফেসর আলম।

ঋতুস্রাব ও গর্ভাবস্থায় আয়রন অনেক কমে যায়। এজন্য পুরুষের চেয়ে নারীদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ এক দশমিক পাঁচ গ্রাম কম থাকে বলেও জানান তিনি।

এছাড়া রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত হওয়ার দ্বিতীয় বড় কারণ হিসেবে কৃমিকে চিহ্নিত করেন প্রফেসর আলম।

হাত বা খাবার ধুয়ে খাওয়ার মতো মৌলিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারগুলো অনেকেই মেনে চলেন না। ফলে এগুলোর মাধ্যমে কৃমির ডিম শরীরে প্রবেশ করে। পেটের মধ্যে যে কৃমি হয় সেটা রক্ত চুষে ফেললে রক্তের আয়রন ক্ষয় হয়, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

রক্তশূন্যতা হলে কী ধরনের খাবার খেতে হবে?

রক্তশূন্যতা এড়ানোর জন্য আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। কচু, কচু শাক ও কচুজাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। এছাড়াও পালংশাক, শিম ও শিমের বিচি, কাঁচাকলা, ফুলকপি, কলিজা, সামুদ্রিক মাছ, দুধ, ডিম, খেজুর, মুরগির কলিজা, মাংসও আয়রনসমৃদ্ধ খাবার। আয়রন, ক্যালসিয়াম, কার্বোহাইড্রেইড ও ফাইবার সমৃদ্ধ বেদানা হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে।

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার আয়রন শোষণে সাহায্য করে। অন্যদিকে, খাবারে আয়রনের অভাব থাকলে কিংবা বেশি চাকফি পান করলে আয়রন শোষণ বাধাগ্রস্ত হয়।